পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন, কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ় ১৩৯২ বাংলা ॥ ১৫ই জুলাই ১৯৮৫ ইং ॥ ২৬শে শাওয়াল ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা । বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৯শ বর্ষ:
'আহ্‌মদী' ১৫ই জুলাই ১৯৮৫ ৫ম সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইউনুস (১১শ পারা, ২য় রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'একীন তাওয়াককুল এবং তৌফিক ইলাহী'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৬
* সতর্কীকরণমূলক নিদর্শনের স্বীকৃতি : (জুম্‌য়ার খোৎবার সারসংক্ষেপ)	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৪
* ঐশীবাণী : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী :	অনুবাদ : মিসেস নারগীস গাফফার	২৭
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা :	মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	৩০
* সংবাদ :		৩২

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আই:) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

পাক্ষিক আহমদীর চলতি বছরের চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে জরুরী এলান

এতদ্বারা 'পাক্ষিক আহমদীর' সম্মানিত গ্রাহকগণের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে 'পাক্ষিক আহমদীর' নব বর্ষ (৮৫—৮৬) গত ১লা মে হইতে শুরু হইয়াছে। সকলকে নিজ নিজ চাঁদা ৩০ টাকা হারে পরিশোধ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

উল্লেখ্য যে অনেকেরই চাঁদা বকেয়া পড়িয়া আছে। সকলকে তাঁহাদের বকেয়া চাঁদার পরিমাণ পরে অবহিত করা হইবে। তবে চলতি বছরের চাঁদা অবশ্যই পরিশোধেয়। আল্লাহতায়ালা আপনাদের হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। ওয়াসসালাম —খাকসার

ম্যানেজার, পাক্ষিক আহমদী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩০শে আষাঢ় ১৩৯২ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৮৫ইং : ১৫ই ওফা ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

সুরা ইউনুস

[ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১০ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে]

১১শ পারা **২য় রুকু**

১২। এবং যদি আল্লাহ লোকের উপর (তাহাদের মন্দ আমলের) মন্দ পরিণাম ঘটাইতে সেইরূপ তাড়াতাড়ি করিতেন যেরূপ তাহারা মাল লাভে তাড়াতাড়ি করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের (জীবনের) মেয়াদ (কোন্ কালেই) পরিসমাপ্ত করিয়া দেওয়া হইত ; কিন্তু যেহেতু আমরা ইহা পছন্দ করি নাই এই জন্য আমরা সেই সকল লোককে যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না, তাহাদের ধর্মদ্রোহিতার মধ্যে এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিই যে তাহারা দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৩। এবং যখন মানুষকে কষ্ট স্পর্শ করে তখন পার্শ্ব-দেশে শুইয়া অথবা বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাদিগকে ডাকিতে থাকে, কিন্তু আমরা যখন তাহার কষ্টকে তাহার উপর হইতে দূর করিয়া দিই তখন সে এমন ভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় যেন সে আমাদিগকে কোন সময়ে ঐ কষ্ট, যাহা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল দূর করার জন্য ডাকে নাই ; এইরূপে সীমালঙ্ঘণকারিদিগকে যাহা তাহারা করে উহা মনোরম করিয়া দেখানো হইয়াছে।

১৪। এবং নিশ্চয় আমরা তোমাদের পূর্বে (জাতিগণের পর) জাতিগণকে ধ্বংস করিয়াছিলাম, যখন তাহারা যুলুম করিয়াছিল ; অথচ তাহাদের রসুলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ তাহাদের নিকট আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা ঈমান আনিল না ; এইরূপেই আমরা অপরাধী জাতিকে প্রতিফল দিয়া থাকি।

১৫। এবং তাহাদের পর আমরা তোমাদিগকে (তাহাদের) স্থলাভিষিক্ত করিয়া দিয়াছি যেন আমরা দেখি, তোমরা কেমন আমল কর।

১৬। এবং যখন তাহাদের নিকট আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়িয়া শুনানো হয়, তখন যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে (হে মোহাম্মদ!) তুমি ইহা ছাড়া অন্য কুরআন আন, অথবা ইহার মধ্যে কিছু রদবদল কর, তুমি (তাহাদিগকে) বল, ইহার আমার কাজ নহে যে, আমি নিজের পক্ষ হইতে ইহাতে কোন রদবদল করি; আমার উপর যাহা কিছু ওহী (-র দ্বারা হুকুম নাযেল) করা হয়, আমি কেবল ইহারই অনুসরণ করি; যদি আমি আমার রাব্বের নাফরমানি করি তাহা হইলে আমি এক বড় (ভয়ঙ্কর) দিনের ভয় করি (যেন উহা আমাকে না ধরে)।

১৭। তুমি (তাহাদিগকে) বল, যদি আল্লাহ ইহাই ইচ্ছাই করিতেন (যে উহার স্থানে অন্য শিক্ষা দিতে হইবে) তাহা হইলে আমি তোমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতাম না, এবং তিনিও তোমাদিগকে উক্ত তা'লীম সম্বন্ধে জ্ঞাত করিতেন না; নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্বে এক সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি তবুও কি তোমরা বুঝ না?

১৮। অতঃপর (তোমরাই বল) ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে. যে জানিয়া বুঝিয়া আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা রচনা করে, অথবা তাহার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে; ইহা নিশ্চিত কথা যে অপরাধীগণ সফলকাম হয় না।

১৯। এবং তাহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া এমন বস্তুর এবাদত করে যাহা তাহাদের অপকার করেনা এবং কোন উপকারও করে না এবং তাহারা বলে, এই মা'বুদগুলি আল্লাহর দরবারে আমাদের সুপারিশকারী; তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বস্তুর সংবাদ দিতেছ যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার জানা নাই? তিনি পবিত্র, এবং যাহাকে তাহারা তাঁহার সহিত শরীক করিতেছে উহা হইতে তিনি বহু উর্দ্ধে।

২০। সকল মানব একই উম্মত ছিল, অতঃপর তাহারা পরস্পর মতভেদ করিল; বস্তুতঃ তোমার রাব্বের পক্ষ হইতে (অঙ্গীকাররূপে) যে বাক্য পূর্বে সমাগত হইয়াছে, উহা যদি (প্রতিবন্ধক) না হইত তাহা হইলে যে বিষয়ে তাহারা মতভেদ করিতেছে, কবেই তাহাদের মধ্যে উহার মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইত।

২১। এবং তাহারা বলে তাহার (অর্থাৎ এই রসুলের) উপর তাহার রাব্বর পক্ষ হইতে কেন কোন নিদর্শন নাযেল করা হয় নাই? অতএব তুমি বল প্রত্যেক গায়েবের ইলম কেবল আল্লাহরই জন্য. সুতরাং তোমরা (উহার) অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত আছি। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

একীন তাওয়াককুল এবং তৌফিক-ইলাহী

(১) হযরত জাবের রাজি আল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, তিনি এক যুদ্ধ ব্যাপারে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় হুজুর সাহাবীগণসহ একদিন দুপুর বেলা এক উপত্যকায় পেঁৗছিলেন। সেখানে কাঁটা যুক্ত অনেকগুলি গাছ ছিল। তিনি (সাঃ) সেখানে অবতরণ করিলেন। লোকগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিভিন্ন গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে গেলেন। আঁ-হযরত (সাঃ) একটি বাবলা গাছের নীচে আরাম করিতেছিলেন। তাঁহার তলোয়ার উক্ত গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। আমরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। হঠাৎ শুনিলাম যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট পেঁৗছিয়া সেখানে দেখিলাম যে, এক গ্রাম্য লোক তাঁহার নিকট দাঁড়ান। তিনি (সাঃ) বলিলেন, "সে আমার ঘুমের মধ্যে আমার তলোয়ার আমার উপর ধরিয়াছিল। আমি সজাগ হইয়া দেখিলাম তাহার হাতে তলোয়ার ধরা। সে আমাকে বলিতে লাগিল: 'বল, এখন কে তোমাকে রক্ষা করিতে পারে?' আমি তিন বার বলিলাম: 'আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ'। ইহাতে তলোয়ার তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে কিছুই করিতে পারে নাই।" হুজুর (সাঃ) তাহাকে কোন শাস্তি দেন নাই।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, জাবের (রাজিঃ) বলেন যে, 'জাতির রিকায়ের' যুদ্ধের ঘটনা। এক দিন আমরা একস্থানে ছায়াযুক্ত বৃক্ষ শ্রেণীর নিকটে পেঁৗছিলাম। সেখানে বিশ্রাম করা সাব্যস্ত হইল। আমরা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য একটি ছায়াদার বৃক্ষ নির্বাচন করিলাম। তিনি বিশ্রাম করিতে ছিলেন। হঠাৎ এক মুশ্‌রিক সেখানে উপস্থিত হইল। হুজুর (সাঃ আঃ)-এর তলোয়ার গাছে ঝুলান ছিল। তিনি নিদ্রা যাইতে ছিলেন। সে তলোয়ার ধরিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল এবং বলিল: 'তুমি আমাকে ভয় কর না নাকি?' হুজুর (সাঃ আঃ) বলিলেন: 'না'। সে বলিল: কে তোমাকে আমার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে? তিনি (সাঃ) বলিলেন: 'আল্লাহতায়ালা'। হুজুরের এই প্রত্যুত্তরে ঐ কাফেরের মধ্যে এরূপ প্রভাব পড়িল যে, তলোয়ার তাহার হাত

(অবশিষ্টাংশ ৫-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

সে জন্যই এখন আল্লাহতায়ালা জীবন্তদের একটি জামাত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্যেই আমার প্রচার, যেন মানুষ তাকওয়ার জীবন লাভ করে।

"আমাদের জামাতের জন্য জরুরী, এই অন্ধকারপূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল যুগে, যখন চতুর্দিকে বিপথগামিতা, গাফলত ও গুমরাহীর ঝড় প্রবাহিত, তাঁহারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করেন। দুনিয়ার অবস্থা এই যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহতায়ালার হুকুম-আহ্‌কামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদাবোধ নাই। শরিয়ত নির্দেশিত হক ও অধিকার এবং জরুরী উপদেশাবলীর কোনই পরোয়া নাই। মানুষ দুনিয়া এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে সীমাতিরিক্ত নিমগ্ন। সামান্য পার্থিব ক্ষতি হইতে দেখিলেই দীনের হিস্‌সা পরিত্যাগ করা হয় এবং আল্লাহর হক নষ্ট করা হয়। যেমন, উল্লিখিত অবস্থাবলী সম্পত্তির বণ্টনেও পরিলক্ষিত হয়। লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া তাহারা একে অন্যের সহিত মিলিত হয় ও পরস্পর আদান-প্রদান করে, এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার মোকাবেলায় অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত হয়। যতক্ষণ আল্লাহ-তায়ালা তাহাদিগকে সংগতি ও সামর্থহীন অবস্থায় রাখেন, ততক্ষণই পাপ কাজে দুঃসাহস করিতে বিরত থাকে, কিন্তু যখন একটুও দুর্গতির নিরসন হয় এবং গুণাহ্‌র সুযোগ ঘটে, তৎক্ষণাৎ উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জামানায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া লও, সর্বত্র ইহারই সন্ধান পাইবে যে প্রকৃত তাকওয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং সাচ্চা ঈমান সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খোদাতায়ালার অভিপ্রায় ও তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের মধ্যে সাচ্চা তাকওয়া এবং ঈমানের বীজ যেন কখনও বিনষ্ট হইতে না দেন, সেইহেতু যখন তিনি দেখিলেন যে, (ঈমান ও তাকওয়ার) এক ফসল ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি আর এক ফসল উৎপন্ন করিবেন।

সেই চিরসজীব পবিত্র কোরআন আজও মওজুদ। যেমন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন :

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

(অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিব।) পবিত্র আহাদিসের বিপুল অংশও মওজুদ আছে এবং আশিস ও

বরকত সমূহও বিদ্যমান আছে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে ঈমান এবং আমলি হালত (সৎ কর্মের মর্যাদা) একেবারেই হাওয়া হইয়া গিয়াছে। খোদাতায়ালা আমাকে এজন্যই প্রেরণ করিয়াছেন যেন এই সকল বিষয় (সাচ্চা তকওয়া ও ঈমান এবং নেক আমল) পুনরুজ্জীবিত হয়। খোদাতায়ালা যখন দেখিলেন যে উক্ত ময়দান খালি পড়িয়া আছে, তখন তিনি তাঁহার 'উলুহিয়ত' তথা খোদায়ী-এর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী মোটেই পছন্দ করিলেন না যে উক্ত ময়দান শূন্য থাকুক এবং মানুষ তাঁহার নৈকট্য হইতে এমনিভাবে দূরে পড়িয়া থাকুক। সেইজন্য এখন এই জামানার উল্লিখিত মানুষদের মোকাবেলায় খোদাতায়ালা জিন্দা ও জীবন্তদের একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রচার যেন মানুষ তাকওয়ার জীবন লাভ করে।" 'মলফুযাত', ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫—৩৯৬

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ (৩-এর পাতার পর)

হইতে পড়িয়া গেল। হুজুর (সাঃ) তলোয়ার উঠাইয়া বলিলেন: 'এখন আমার হাত হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিতে পারে?' ইহাতে সেই ব্যক্তি হতবিহ্বল হইয়া বলিতে লাগিল: 'আপনি (সাঃ) সর্বাপেক্ষা উত্তম গ্রেফতারকারী।' অর্থাৎ আপনি (সাঃ) দয়া-করুন, সদয় ব্যবহার করুন। আঁ-হযরত (সাঃ আঃ) বলিলেন; "তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহতায়ালা ব্যতীত কোনো মাবুদ (উপাস্য-আরাধ্য) নাই এবং আমি আল্লাহতায়ালার রসুল।" সে বলিল: 'আমি মানি না।' কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করিব না এবং তাহাদের সঙ্গেও মিশিব না, যাহারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে।" হুজুর (সাঃ আঃ) তাহাকে মুক্তি দান করিলেন। সে তাহার দলের লোকের সঙ্গে গিয়া মিশিল এবং তাহাদিগকে বলিল, "আমি এমন এক ব্যক্তির নিকট হইতে আসিয়াছি, যিনি পৃথিবীতে সব চেয়ে ভাল মানুষ।"

'হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনোওয়ার**

"অতএব যে ব্যক্তি আমার নিকট খাঁটিভাবে বয়েত করে এবং সরল হৃদয়ে আমার অনুসরণ করে এবং আমার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া নিজের সকল ইচ্ছাকে পরিহার করে তাহার জন্য এই বিপদের দিনে আমার আত্মা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট অবশ্য শাফায়াৎ (মুক্তি প্রার্থনা) করিবে।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ্‌)

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৫ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত]

তাশাহুদ, তায়াউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আইয়াদাল্লাহুতায়ালা সুরা তওবার নিম্ন বর্ণিত ১০৯ হইতে ১১১ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان
خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار
به في نار جهنم ط والله لا يهدي القوم الظلمين ٥
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان
تقطع قلوبهم ط والله عليم حكيم ٥ ان الله اشترى
من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة ط
يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا
عليه حقا في التورىة والانجيل والقران ط ومن اوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ط وذلك هو الفوز العظيم ٥

(অর্থ :—"যে ব্যক্তি তাহার গৃহের ভিত্তি তাকওয়া (আল্লাহ-ভীতি) ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করে সেই উত্তম, না ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তাহার গৃহের ভিত্তি একটি পতনমুখ কিনারায় স্থাপন করে যাহা পড়িয়া যাইতেছে এবং অতঃপর ঐ কিনারা এই গৃহ-সহ জাহান্নামের অগ্নিতে পতিত হয়? এবং আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে (সাফল্যের) পথ প্রদর্শন করেন না। ঐ গৃহের ভিত্তি যাহা উহারা নির্মাণ করিয়াছিল তাহা উহাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হইয়া থাকিবে—ইহা ব্যতীত যে উহাদের অন্তর টুকরা টুকরা হইয়া যায় (এবং উহারা মরিয়া যায়), এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ মোমেনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও সম্পদ (এই ওয়াদার সহিত) ক্রয় করিয়া লইয়াছেন যে তাহারা জান্নাত লাভ করিবে, (কেননা) তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। অতএব (হয় তাহারা) নিজেদের দুশমনদিগকে হত্যা করে বা নিজেরাই নিহত হইয়া যায়। ইহা এইরূপ একটি ওয়াদা যাহা তাঁহার (খোদাতায়ালার) উপর জরুরী, (এবং) তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনেও (বর্ণনা করা হইয়াছে) এবং আল্লাহর চাইতে অধিক স্বীয় ওয়াদা পূর্ণকারী

কে আছে? অতএব (হে মোমেনেরা) তোমরা যে সওদা করিয়াছ উহার উপর খুশী হইয়া যাও এবং ইহাই ঐ বড় সাফল্য (যাহার ওয়াদা মোমেনদের সহিত করা হইয়াছে)।" —অনুবাদক)।

অতঃপর বলেন :—

কোরআন করীমের যে আয়াতগুলি আমি আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়াছি, ঐগুলি সুরা তাওবার ১০৯ হইতে ১১১ নম্বর আয়াত। এই আয়াতগুলিতে আল্লাহতায়ালা এই কথা বলেন যে, ঐ সমস্ত লোক যাহারা তাকওয়ার (খোদা-ভীতির) উপর নিজেদের কাজের ভিত্তি স্থাপন করে, যাহাদের সকল গৃহ, যাহাদের সকল পরিকল্পনা এবং যাহাদের সমস্ত কারবার আল্লাহর তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যাহারা খোদার সন্তুষ্টি হইতে শক্তি লাভ করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হয়, তাহারা কি উত্তম, না তাহারা উত্তম যাহাদের ভিত্তি এইরূপ একটি দুর্বল বালির কিনারায় স্থাপন করা হইয়াছে, যাহা আগুনের কিনারা? অতএব এইরূপ কিনারায় নির্মিত গৃহ উহাতে বসবাসকারীদিগকে লইয়া জাহান্নামে পতিত হয়। والله لا يهدى القوم الظلمين এবং আল্লাহতায়ালা জালেম জাতিকে পথ প্রদর্শন করেন না। এইখানে খোদাতায়ালা اسس بنيانه على التقوى বলেন নাই। বরং على تقوى من الله ورضوان বলিয়াছেন। ইহা কোরআনের সাধারণ বাচন-ভঙ্গী হইতে একটি ভিন্ন বাচনভঙ্গী এবং ইহার মধ্যে একটি অত্যন্ত গভীর হিকমত রহিয়াছে। এইখানে অর্থ এই নয় যে, মানুষ ঐ তাকওয়ার উপর ভিত্তি স্থাপন করে, যেই তাকওয়া কোন এক সীমা পর্যান্ত তাহার নিয়ন্ত্রণ ও সাধ্যের মধ্যে রহিয়াছে। বরং এইখানে একটি সুসংবাদের আকারে মোমেনদের চিত্র অংকন করা হইয়াছে যে, على تقوى من الله তাহাদের ভিত্তি ও তাহাদের গৃহ এইরূপ তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাহা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে তাহাদিগকে দান করা হয়। অর্থাৎ ইহাতে মানুষের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ততখানি অংশ থাকে না যতখানি খোদাতায়ালার দান ও রহমতের অংশ থাকে।

এই বিষয়ে চিন্তা করিলে জানা যায় যে, জাতির জন্য দুই প্রকারের অবস্থা সৃষ্টি হইয়া থাকে। একটি হইল ঐ অবস্থা যখন প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা তাকওয়া অর্জিত হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয়টি হইল ঐ অবস্থা যখন খোদার ফজলের ন্যায় এবং খোদার রহমতে বারিধারার ন্যায় তাকওয়া আকাশ হইতে বর্ষিত হয়। আহমদীয়া জামাত বর্ত্তমানে এইরূপ যুগেই প্রবেশ করিয়াছে। কেননা খোদাতায়ালার এহসান সমূহের যে অলৌকিক নিদর্শন আমরা দেখিতেছি, যে সকল নেকী আহমদীদিগকে দান করা হইতেছে, আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির প্রতি যে ভালবাসা আহমদীদের হৃদয়ে বৃদ্ধি পাইতেছে, ইবাদতের প্রতি যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হইতেছে এবং জামাতের মধ্যে যে আশ্চর্যজনক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হইতেছে, ইহাতে জামাতের প্রচেষ্টার কোন অংশ নাই।

ইহাতে কোন সাংগঠনিক প্রচেষ্টা বা কঠোর পরিশ্রমের কোন অংশ নাই। ইহা তাকওয়া মিনাল্লাহ (আল্লাহর তরফ হইতে তাকওয়া)। বিশেষভাবে আকাশ হইতে খোদার ফেরেস্তাগণ উক্ত তাকওয়া হৃদয়ে নাযেল করিতেছেন। ইহার ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালা নুতন নুতন আজীমুশশান ইমারতের সুসংবাদ দান করিতেছেন। এই তাকওয়ার উপর আল্লাহতায়ালা এইরূপ আজীমুশশশান কাজের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন যে, তাঁহার ফজলে জামাত সম্পূর্ণরূপে একটি বৈপ্লবিক যুগে প্রবেশ করিবে।

অতএব 'তাকওয়া মিনাল্লাহ ওয়া রেজাওয়ানেন" এই দুইটিকে একত্রে এইভাবে বর্ণনা করার অর্থ এই যে, এই যুগ যখন জাতির জন্য আসে তখন তাহাদের উপর তাকওয়া বর্ষিত হইতে আরম্ভ করে এবং খোদার রেজা, (সন্তুষ্টি) নাজেল হইতে থাকে, এইরূপ যুগে কোন কোন এইরূপ হতভাগ্যরাও সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহারা খোদার এই পবিত্র বান্দাদিগকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। একদিকে এই জামাত খোদার তরফ হইতে নাজেলকৃত তাকওয়ার উপর তাহাদের সকল পরিকল্পনার ভিত্তি স্থাপন করে এবং অন্যদিকে তাহাদিগকে ধ্বংস করার নাপাক পরিকল্পনার ঐ হিংসার আগুনের উপর স্থাপন করা হয়, তাহাদের উন্নতি দেখিয়া যে আগুন হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে। পরিণামে ইহারা এই আগুনে গিয়া পতিত হয়। ইহাদিগকে ঐ আগুনের ইন্ধনেই পরিণত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে।

অতএব বলা হইয়াছে, এই দুইটি অবস্থার মধ্যে তোমরা কোনটি গ্রহণ করিবে? ইহাতো মানুষের ক্ষমতার মধ্যে রহিয়াছে যে, যখন তাহাকে দুইটি রাস্তা দেখাইয়া দেওয়া হয়, তখন সে নিজের জন্য যে রাস্তা পছন্দ করে উহাই অবলম্বন করে। এই আয়াতে আজকালকার অবস্থার চিত্র এত খোলাখুলিভাবে অংকণ করা হইয়াছে যে, একজন মানুষ যাহার কিছুটা দৃষ্টিশক্তি রহিয়াছে তাহার পক্ষে নিজের জন্য নাজাতের (মুক্তির) রাস্তা অবলম্বন করা কোন মুসকিলের কাজ নয়। কিন্তু যেমন কিনা উক্ত আয়াত হইতে প্রতিয়মান হয় যে, যখন এইরূপ সময় আসে তখন দুর্ভাগ্যবশতঃ লোকদের চোখের জ্যোতিও নষ্ট হইয়া যায় এবং উপরোক্ত আগুনের উত্তাপ তাহাদের মন ও মস্তিষ্কের শক্তিকে ভস্ম করিয়া দেয়। অতএব আল্লাহতায়ালা বলেন, لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم যে, অতঃপর তাহারা যে সকল ইমারত নির্মাণ করে ও যে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে উহাদের অভ্যন্তরে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে এবং ঐগুলি হইতে সন্দেহের জন্ম হইতে শুরু করে এবং তাহাদের বিশ্বাসের অবস্থা সন্দেহ ও সংশয়ে রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। ঐইরূপ একটি সময় আসে যখন তাহারা বুঝিতে পারে যে, সম্ভবতঃ এখন তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। তাহাদের এই অবস্থার ক্রমাবনতি হইতে আভ্যন্তরীণভাবে তাহাদের মধ্যে এইরূপ একটি বিপদজনক চাপ সৃষ্টি হয় যে, বলা হইয়াছে الا ان تقطع قلوبهم অচিরেই তাহাদের হৃদয়ে এই আভ্যন্তরীণ চাপের দরুন ফাটিয়া যাইবে। অতএব তাহাদের জন্য কেবল আকাশ হইতে নাজেলকৃত বিপদই নয়, বরং হৃদয়ের অবস্থা হইতে সৃষ্ট বিপদও তাহাদের জন্য রহিয়াছে। তাহাদের বাহিরও দুর্ভাগ্যজনক এবং তাহাদের ভিতরও দুর্ভাগ্যজনক। বাহ্যিকভাবে যাহারা দেখে যে, তাহারা সাফল্যের দিকে যাইতেছে এবং তাহারা সাফল্যের নেশায় মগ্ন, কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে খোদাতায়ালা ভিতরের অবস্থা দেখেন এবং তিনি সাক্ষ্য দান করিতেছেন যে, এই বিরুদ্ধবাদীদিগকে তোমরা বাহ্যতঃ খুশী ও উৎফুল্ল দেখিতেছ ও বাহ্যতঃ এইরূপ মনে হয় যে ইহারা নিজেদের সাফল্যের ব্যাপারে আস্থা পোষণ করে, কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ইহারা নিজেদের সাফল্যের ব্যাপারে কোন আস্থা পোষণ করে না এবং ইহাদের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং এই সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আভ্যন্তরীণভাবে ইহাদের অকৃতকার্য্যতার চাপ এত কঠিন আকার ধারণ করিবে যে শীঘ্রই ইহাদের হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। والله عليم حكيم তোমরা জাননা। কিন্তু আল্লাহ জানেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

তাঁহার নিকট সবকিছু জ্ঞাত আছে এবং তাঁহার কৌশল সব কিছুর অন্তরালে কাজ করিয়া থাকে। ইহা বাহ্যিক চক্ষু দেখিতে পায় না। কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে ইহা নিত্য নূতন কাজ করিয়া দেখাইয়া থাকে। এই অবস্থা সম্বন্ধে যদি চিন্তা করা যায়, যাহা উপরোক্ত আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা হইলে মোমেনদের জন্য ইহার মধ্যে আজিমুশশান সুসংবাদ রহিয়াছে এবং এইরূপ সময়েও ইহার মধ্যে স্বস্তির উপকরণ নিহিত রহিয়াছে, যখন বাহ্যতঃ মোমেনদের জন্য সব কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হয় এবং তাহাদের বিরুদ্ধবাদীদের জন্য সব কিছু আলোকজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তোমাদের অন্ধকারের কোন প্রশ্নই উঠে না। তোমরা খোদার নূরে (আলোতে) চলার মানুষ। খোদার রহমতের ছায়া তোমাদের উপর রহিয়াছে। তোমরা নিজেদের হৃদয়ের প্রতি তাকাইয়া দেখ যে, প্রতিদিন খোদার রহমত তাকওয়ার আকারে এবং নির্মলতা ও পবিত্রতার রূপ ধরিয়া তোমাদের হৃদয়ে নাজেল হইয়া থাকে। তোমরা নিত্য নূতন আধ্যাত্মিক জগতে ভ্রমণ করিতেছ। তোমরা নূতন আধ্যাত্মিক আকাশ মন্ডলে উড়িয়া বেড়াইতেছ। যদি তোমরা সামান্য চিন্তাও কর তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইবে যে, ইহাতে তোমাদের প্রচেষ্টার কোনই স্থান নাই। ইহা কেবলমাত্র খোদার ফজল, যাহা তোমাদের উপর নাজেল হইতেছে। অতঃপর তোমাদের জন্য হতাশার কোন অবকাশ রহিয়াছে কি? পক্ষান্তরে যাহাদিগকে তোমরা খুশী বলিয়া মনে করিতেছ এবং যাহাদিগকে তোমরা গর্ব করিতে দেখিতেছ, তাহাদের হৃদয়ের অবস্থা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, তাহাদের অবস্থা এইরূপ এবং দিনের পর দিন তাহারা নিজেদের ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

বিগত বৎসরের অবস্থা এবং ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলে আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সংগে বলিতে পারি যে, আল্লাহতায়ালা প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি ময়দানে আহমদীয়া জামাতের পদক্ষেপ সম্মুখে বাড়াইয়াছেন। জীবনের এমন একটি বিভাগও নাই যেখানে আহমদীয়া জামাত গত বৎসর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করে নাই। এমন একটি দেশও নাই যেখানে আহমদীয়া জামাত উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করে নাই। পাকিস্তানের মত দেশে যেখানে জামাতের প্রতিটি স্বধীনতায় প্রহারা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেখানেও জামাতের প্রত্যেকটি তাহরিক উন্নতি লাভ করিতেছে এবং পূর্বের চাইতে অধিক সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। বস্তুতঃ ওয়াকফে জদীদও এইরূপ সাধারণ তাহরীকগুলির অন্যতম, যাহা আহমদীয়া জামাত ইসলামের নব জাগরণের জন্য জারী করিয়াছিল এবং পল্লী অঞ্চলের জামাতগুলিতে একটি আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করার জন্য মোসলেহ মওউদ (রাঃ) ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একটি খুবই গরীব ও মামুলী ধরণের জামাত রহিয়াছে। উহার বাজেট খুবই মামুলী। কিন্তু গত বৎসর আল্লাহতায়ালার ফজলে যেখানে অন্যান্য আঞ্জুমান উন্নতি করিয়াছে, সেখানে খোদাতায়ালা এই গরীব আঞ্জুমানকেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি করার তওফিক দান করিয়াছেন এবং বাজেট খুবই আশাতিরিক্তভাবে পূর্ণ হইয়াছে। বরং আমার যতটুকু স্মরণ হইতেছে দুই তিন লক্ষ টাকা অধিক বাজেট হইয়াছে। যাহা পূর্বে সাত লক্ষ টাকা হইত, উহা দশ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং তুলনামূলকভাবে ইহা খুবই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। এইবার তাহারা বাজেট এগার লক্ষ টাকার বেশী নির্দ্ধারিত করিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা তের লক্ষ টাকার কাছাকাছি এবং যে সমস্ত রিপোর্ট আসিতেছে, ঐগুলি খোদার ফজলে খুব সন্তোষজনক। এই বাজেটও পূর্বের ন্যায় আশাতিরিক্তভাবে পূর্ণ হইবে।

অবাক হইতে হয় যে, একদিকে তো দুশমন জামাতের আয়ের উৎস হস্তক্ষেপ করিতেছে, জামাতের লোকদিগকে চাকুরীচ্যুত করিতেছে, ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতেছে এবং ইনকাম ট্যাকসের মিথ্যা মামলা সাজান হইতেছে। এমন একটি ক্ষেত্রও নাই যেখানে জামাতকে উত্যক্ত করা হইতেছে না এবং জামাতের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করা হইতেছে না এতদসত্বেও প্রতিটি ক্ষেত্রে জামাত খোদার পথে মালী কোরবানীতে সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। ওয়াকফে জদিদের কাজ সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, খোদাতায়ালার ফজলে যে সকল পবিত্র পরিবর্তন পল্লী অঞ্চলে দৃষ্টি গোচর হয় উহাতে এই সকল কর্মীদের দোওয়াও সামেল রহিয়াছে। এই দিক হইতে তাহাদের পরিশ্রমও ইহাতে

সামেল রহিয়াছে যে, তাহারা অত্যন্ত দরিদ্রতার মধ্যে থাকিয়াও ছেলেমেয়েদিগকে কোরআন পড়ায়, নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং বড়ই পরিশ্রমের সংগে ও বড় অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে সবর ও শোকরের সহিত দিন যাপন করিতেছে।

সুতরাং আল্লাহতায়ালা এই তাহরিককে আরো উন্নতি দান করুন। যেহেতু সর্বদা এই নিয়মই রহিয়াছে যে সালানা জলসার ২৮ তারিখে অথবা নব বর্ষের প্রথম জুময়ায় ওয়াকফে জদীদের নববর্ষের সূচনা ঘোষণা করা হয়, অতএব এই জুময়ায় আমি ওয়াকফে জদিদের নববর্ষের সূচনা ঘোষণা করিতেছি এবং জামাতকে দোওয়ার জন্য তাহরিক করিতেছি যে, আপনারা এই দোওয়া করুন আল্লাহতায়ালা যেন সর্বোতভাবে এই তাহরীককেও অসাধারণ উন্নতি দান করিতে থাকেন এবং এই আজিমুশশান কাজ যাহা খোদাতায়ালা এই নগণ্য বান্দাদের উপর সোপর্দ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য এবং এই তাহরীকের কর্মীদের জন্যও দোওয়া করুন যেন তাহারা সকলে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে। এই সংগে আমি আপনাদের সকলকে নববর্ষের মোবারক বাদও জানাইতেছি এবং নবর্ষের মোবারকবাদ স্বরূপ কিছু সুখবরও আপনাদিগকে শুনাইতেছি। এই সুখবরগুলি পাকিস্তানের বাহিরের দেশগুলির সংগে সম্পর্ক রাখে এবং পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংগেও সম্পর্ক রাখে।

জামাতের উপর আল্লাহতায়ালার যে সকল ফজল ও আশীষ বর্ষিত হইয়াছে ঐগুলিতো গণনা করা সম্ভব নয় এবং জামাতের যত বিভাগ কাজ করিতেছে উহাদের সবগুলির উল্লেখ করিয়া যদি খোদাতায়ালার অগণিত ফজলের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহাও একটি জুময়ার খোৎবায় সম্ভবই নয়। ইতিপূর্বে যখন সালানা জলসার অনুমতি পাওয়া যাইত, তখন দ্বিতীয় দিনের বক্তৃতায় আহমদীয়া জামাতের বিভিন্ন বিভাগের অগ্রগতির উপর আলোচনা হইত। উহাতেও আমি দেখিয়াছি যে, বিগত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতাতো এই যে, কখনো সঠিক অগ্রগতির খতিয়ান নোট অনুযায়ী বর্ণনা করিতে পারি নাই, যদিও দুই তিন ঘন্টার খোলা বক্তৃতা হইত। সময় আরও দীর্ঘায়িতও করা যাইতে পারিত। কিন্তু বার বার নোট ছাড়িয়া দিয়া এবং কোন কোন জায়গা বাদ দিয়া জলদিতেই কথা বর্ণনা করিতে হইত, যেন সামনের আরো কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বাদ না পড়িয়া যায়। ইহাতো সম্ভবপরই নয় যে এক জুময়ার সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে এই সকল কথা আমি বর্ণনা করিতে পারি। কিন্তু কোন কোন দিক বিবেচনা করিয়া আমি মাত্র কতিপয় বিষয় বাছিয়া লইয়াছি। সর্বদা আহমদীয়া জামাতের সদস্যগণের সুসংবাদ শুনার আগ্রহ থাকে। আল্লাহতায়া তাহাদের হৃদয়কে সন্তুষ্ট করুন এবং তাহাদিগকে তিনি বলিয়া দিন যে, এই যে বিগত বৎসরটি অতিবাহিত হইল, ইহা কোন দিক হইতেই পূর্বের বৎসরগুলি হইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং ইহা অনেক বেশী বরকত লইয়া আসিয়াছিল।

সর্বপ্রথম কথাতো এই যে, তবলীগের ক্ষেত্রে গত বৎসর জামাতে এক আজিমুশশান উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়াছে এবং এমন একটি দেশও নাই যেখানে নূতন নূতন 'দায়ী ইলাল্লাহ (আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী) সৃষ্টি হয় নাই। বিপুলভাবে তাহাদের প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। নূতন নূতন জামাত খোদাতায়ালা দান করিয়াছেন। নূতন নূতন দেশে আল্লাহতায়ালা জামাতের চারা লাগাইয়াছেন। কোন কোন দেশেতো জামাতের আকারে, যাহাকে দলে দলে বলা হইয়া থাকে, এইভাবে লোক আহমদীয়াতে প্রবেশ করিয়াছে। যেহেতু এই পরিস্থিতি অর্থাৎ তবলীগের ময়দানে একটি নূতন উদ্দীপনা ও নূতন উৎসাহ সমগ্র বিশ্বে সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব কোন একটি দেশেরতো নাম নেওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু আপনারা ইউরোপের বাসিন্দা এবং আপনারা আমার প্রথম সম্বোধিত, অতএব আপনাদিগকে আপনাদের দেশ সম্বন্ধে বলিতেছি। ইউরোপেও এই পবিত্র পরিবর্তন বড়ই উল্লেখযোগ্যরূপে দৃষ্টি গোচর হইতেছে। আমার আকাংখা ছিল যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও খোদাতায়ালার ফজলে এবং তাঁহার দেওয়া তৌফিক অনুযায়ী চেষ্টা করিব যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিগত বৎসরগুলির তুলনায় এই বৎসর যেন তবলীগের গতিবেগ দশগুণ অধিক হইয়া যায়। অতএব ইউরোপ সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ণরূপে আমাদের হিসাব নিকাশ

হইতেও অধিক পরিমাণে এই ফজল দান করিয়াছেন। ইংল্যান্ডেও তবলীগ গত বৎসরের তুলনায় দশগুনের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। জার্মানিতেও বিগত বৎসরের তুলনায় দশগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া রেকর্ড করা হইয়াছে। অন্যান্য দেশের বিস্তারিত রিপোর্টতো আমার সম্মুখে নাই। আমি যেমন কিনা বর্ণনা করিয়াছি যে, আমি অতি সম্প্রতি ইউরোপ সফর করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। যুবকদের মধ্যে আমি তবলীগের ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যজনক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়া আসিয়াছি। সকলের মন ও মানসিকতা এই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। অতএব আমি খোদাতায়ালার ফজলে আশা রাখি যে সকল আহমদী তবলীগ করিবে। এই যে ধারার প্রবর্ত্তন হইয়াছে—ইহার ফল এখন ইনশাআল্লাহ-তায়ালা এইভাবে বৃদ্ধি পাইবে না যে একটি হইতে দুইটি হইবে এবং তিনটি হইতে চারটি হইবে। যেমন কিনা আমার হৃদয়ের আকাংখা ও দোওয়া, ইহা গাণিতিক হারে নয়, বরং ইহা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি লাভ করিবে। ইনশাল্লাহ দুই হইতে চার, চার হইতে আট এবং আট হইতে ষোল হইবে। এই গতিতে আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে এবং ইহা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নাই।

বাস্তব সত্য এই যে, গতি যত দ্রুতই হউক না কেন, গতির দরুন পৃথিবীতে বিপ্লব সংঘটিত হয় না। Acceleration (ক্রমবর্ধমান গতিবেগ) এর মাধ্যমে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া থাকে। উন্নয়নমুখী গতিবেগকে Acceleration বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ আজ যদি আপনি দশ মাইল বেগে চলিতেছেন, তবে আগামী কল্য দশ মাইল বেগে নয়, বরং পূর্বের দশ ও আরো দশ মাইল অর্থাৎ বিশ মাইল বেগে আপনি চলিবেন। উহার পরবর্ত্তী বৎসর বিশ মাইল বেগে চলিবেন না, বরং বিশ মাইল এবং আরো দশ মাইল—এই বেগে চলিবেন। অতএব এই পর্য্যায়ক্রমিক গতিবেগকে ইংরাজীতে Acceleration বলা হয়। পৃথিবীতে খোদার কুদরতের যত কারখানাই চলিতেছে, ঐগুলির ভিত্তি তিনি Acceleration এর উপর স্থাপন করিয়াছেন। কেননা মৌলিকভাবে পরিণামে Energy (শক্তি) যে রূপ ধারন করে, উহা Gravitation অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি। ইহার ফলে, যাহাকে আকর্ষণী শক্তি বলা হইয়া থাকে, খোদাতায়ালা Acceleration সৃষ্টি করেন। Energy এর যত প্রকারের রূপ আছে, উহারা বিদ্যুৎ হউক বা চুম্বক হউক বা অন্য কোন রূপে হউক, উহারা পরিণামে এই চূড়ান্ত রূপের অনুগ্রহের ফলশ্রুতি এবং উহারা প্রকৃতপক্ষে ইহারই পরিবর্ত্তিত রূপ। অতএব যখন খোদাতায়ালা স্বীয় নক্‌সার বুনিয়াদ Acceleration এর উপর স্থাপন করিয়াছেন এবং তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন যে, তোমরা প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং উহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং আমার বিধানের রহস্য সম্বন্ধে অবগত হও ও আমার পদ্ধতি শিখ, তখন রুহানী দুনিয়াতেও নুতন ও মহান সৃষ্টির জন্য এবং নুতন নুতন কারখানা জারী করার জন্য আমাদের উচিত আমরা যেন খোদার জারীকৃত এই বিধান সম্বন্ধে চিন্তা করি এবং উহাকে অপন করিয়া লই।

অতএব আগামী বৎসর যদি এইখানে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে উদাহরণ স্বরূপ 'দায়ী ইলাল্লাহ' এর সংখ্যা ষাট হয় এবং জার্মানীতে যদি একশত দশ বা একশত বিশ হয়, তাহা হইলে ইহাতো Stagnation (স্থবিরতা) এর লক্ষণ হইবে। ইহাতো এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকার ব্যাপার হইবে। এই বৎসর যদি এইখানে দশজন 'দায়ী ইলাল্লাহ' সৃষ্টি হইয়া থাকে,

তাহা হইলে আগামী বৎসর বিশজন হওয়া উচিত, অথবা ইহার চাইতেও অধিক হওয়া উচিত, জার্মানীতে যদি এই বৎসর পঞ্চাশজন ''দায়ী ইলাল্লাহ' সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আগামী বৎসর একশত জন বা ইহার অধিক হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে আমি অন্যান্য দেশকেও এই পয়গাম দিতেছি যে, নববর্ষে আপনারা আপনাদের রাব্বের সংগে এই প্রতিজ্ঞা করুন যে, হে খোদা! তুমি কেবল নিজ ফজলে আমাদিগকে যে দ্রুতগতি দান করিয়াছ, এই গতিকে Acceleration এ পরিণত করিয়া দাও। আমাদের সকল কাজে কেবল অসাধারন দ্রুততাই দিওনা বরং ক্রমবর্ধমান দ্রুততা দান কর। জগতবাসী আমাদিগকে প্রতি বৎসর এক নুতন যুগে প্রবেশ করিতে দেখুক। তোমার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য অধিক শক্তি আমাদিগকে দান কর। তোমার দিকে চলার জন্য আমাদিগকে নুতন নুতন পালক দান কর।" এই দোওয়ার সহিত আমাদিগকে নুতন বৎসরের সূচনা করা উচিত।

উক্ত তবলীগের ফলশ্রুতিতে এবং আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তাকওয়া দান করিয়াছেন এবং তাঁহার সন্তুষ্টি দান করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতিতে বাহ্যিকভাবে কিছু অসুবিধাও দেখা দেয়। কিন্তু এই অসুবিধাগুলিও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার ফজল। অসুবিধাগুলি এই যে, যে সকল মসজিদ আমাদের জন্য পূর্বে যথেষ্ট ছিল এখন ঐগুলি যথেষ্ট নয়। কিছু নবাগত আসিয়াছে। কিছু পুরাতন লোক যাহারা পূর্বে গাফেল ছিল, তাহারা বড়ই দ্রুতবেগে জামাতের দিকে পুনরায় ধাবিত হইয়াছে। বহির্মুখী হওয়ার পরিবর্তে তাহাদের গতি অন্তর্মুখি হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ আমার বিগত সফরগুলিতে যে সকল মসজিদ আমার নিকট যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত, এখনতো সম্পূর্ণরূপে ঐগুলিকে এত ছোট বলিয়া মনে হইয়াছে যে, অবাক হইয়াছি এইগুলি দ্বারা কিভাবে আমাদের কাজ চলিবে? বস্তুতঃ আমি দুইটি ইউরোপীয় মিশনের তাহরিক করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে দুই তিনটি নয়। ইহা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যাহা চলিতে থাকিবে। বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ডের ব্যাপারে বলিতে হয় যে, খোদাতায়ালা আপনাদিগকেতো একটি বড় মিশন দান করিয়াছেন। কিন্তু এতদসত্বেও ইহা দ্বারা ইহা অন্যান্য প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না। সুতরাং এইখানেও আমাদিগকে বিভিন্ন স্থানে নুতন জায়গা ক্রয় করিতে হইবে। এখন এই ব্যাপারে আমরা চিন্তা-ভাবনা করিতেছি।

একটি সুসংবাদ এই যে, খোদাতায়ালার ফজলে গ্লাসগোতে আমরা একটি আজীমুশশান বাড়ী খরিদ করার তৌফিক লাভ করিয়াছি। তথাকার জামাতের এক অংশ মনে করে যে, ইহাতে একটি দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত আমাদের প্রয়োজন মিটিতে থাকিবে। কিন্তু আমি মনে করি তাহারা নিজেদের সম্বন্ধে একটি কুধারণা করিতেছে। যদি দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত তাহাদের প্রয়োজন মিটিতে থাকে, ইহার অর্থ হইবে যে তাহারা আর বাড়িতেছে না। অতএব আমি দোওয়া করি যেন তোমাদের সম্পর্ণ প্রয়োজন না মিটে। এত শীঘ্র তাহারা বিস্তার লাভ করুক এবং উন্নতি সাধন করুক ও এত দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হউক,

যেন আমরা দেখিতে পাই যে, এই বাড়ী ছোট হইয়া গিয়াছে এবং জামাত ইহার চাইতে বড় হইয়া গিয়াছে। অতএব এখন গ্লাসগোর জামাতের প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ এই যে, তাহারা খোদার এই নেয়ামতের শোকর এইভাবে আদায় করুক যেন জলদি জলদি তাহারা এই বাড়ী ভরিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তাহারা খোদার রহমতের উপর ভরসা করিবে যে, যখন তাহারা বৃদ্ধিলাভ করিবে তখন খোদা আরো বাড়ী দান করিবেন। খোদাতায়ালা এই ব্যাপারে জামাতকে কখনো বঞ্চিত রাখেন নাই।

আমার জার্মানী সফর বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে ছিল যে কিভাবে সেখানে দ্বিতীয় ইউরোপীয় মিশন খরিদ করা যায়। কিন্তু যখন আমি হল্যাণ্ডে অবতরণ করিলাম তখন সেখানকার মসজিদ দেখিয়া আমি অবাক হইলাম যে হল্যাণ্ডের মসজিদও ছোট হইয়া গিয়াছে। বহু লোক যাহারা পূর্বে জামাতের সংগে সম্পর্ক রাখিত না, তাহারা এখন সম্পর্ক স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নুতন নুতন আহমদী জামাতে প্রবেশ করিয়াছে। আল্লাহর ফজলে যে জায়গা পূর্বে বড় প্রশস্ত বলিয়া মনে হইত, তখন উহা সম্পূর্ণ ছোট হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ যদিও সেখানে আমার অবস্থান দুই তিন দিনের জন্য ছিল, তথাপি খোদাতায়ালা তৌফিক দান করিয়াছেন। অবশ্য জামাতের লোকেরাও বহু ছোটাছুটি করিয়াছে। তাহারা নুতন জায়গা অনুসন্ধান করিয়াছে। বর্তমান জায়গাকেও বাড়ানোর জন্য Architect (স্থপতি) কে ডাকিয়া তাহার সহিত কাজ চূড়ান্ত করা হইয়াছে। অতএব আশা করি যে, ইনশাল্লাহতায়ালা, খোদার ফজলে শীঘ্র হল্যাণ্ডেও দুইভাবে আমাদের মিশন সম্প্রসারিত হইবে। প্রথমতঃ বর্তমান মিশনকে প্রসারিত করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ একটি নুতন মিশন সেখানে কায়েম করিতে হইবে, ইনশা আল্লাহ।

যখন জার্মানী পেঁৗছিলাম তখন দেখিতে পাইলাম যে সেখানেতো হামবুর্গেও মিশনের প্রয়োজন রহিয়াছে। সেখানে কোয়েল নামে একটি স্থান আছে। তথায়ও মিশনের প্রয়োজন রহিয়াছে। সেখানে মিউনিকেও মিশনের প্রয়োজন রহিয়াছে। সেখানেতো বিভিন্ন বিভিন্ন জামাত চৈচৈ করিতে ছিল যে আমাদেম প্রয়োজন মিটাও। আপনারাতো একটি মিশনের কথা বলিতেছেন। এখানেতো খোদার ফজলে জায়গায় জায়গায় মিশনের তাকিদ আসিতেছে। অতএব, এই সিদ্ধান্তই করিতে হইল যে, ফ্রাঙ্কফোর্টের নিকট একটি বড় কেন্দ্র কায়েম করিতে হইবে। খোদার ফজলে সেখানে একটি খুবই উত্তম ও সুবিধাজনক জায়গা পছন্দ করা হইয়াছে এবং Negotiation (চুক্তির পূর্বে আলোচনা) করার জন্য বলিয়া দিয়াছি। যাহাহউক, যে মূল্যই সাব্যস্ত করা হইবে আমরা ইনশা আল্লাহ উহার জন্য ঐ মূল্যই দিয়া দিব। হামবুর্গ মিশনকেও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের যে দুই তিনটি পরামর্শ ছিল, ঐগুলিও বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐগুলি যথেষ্ট ছিল না। তাহাদিগকে আমি জায়গা বড় করিতে বলিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহাদের আগামী পাঁচ বৎসর বা দশ বৎসরের প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে—এরূপ চিন্তা ভাবনা করিয়া তাহারা ছোট জায়গার

পরামর্শ দিয়াছিল। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি যে, অতীতের লোকদের মেহনতের ফল আপনারা আর কতদিন ভোগ করিতে থাকিবে? এখন আপনাদের শোকর আদায় করার পন্থাতো এই যে, আপনারা কামনা করুন যে আগামী বিশ ত্রিশ বৎসরের প্রয়োজন মিটানোর জন্য আপনাদিগকে প্রশস্ত জায়গার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এই দোওয়া করুন যেন খোদার ফজলে আগামী বৎসরই আমাদিগকে আরো জায়গা খরিদ করিতে হয়।

ইহাই পদ্ধতি যাহা কুদরত আমাদিগকে শিখাইয়াছে। এই পদ্ধতিতেই খোদাতায়ালা পৃথিবীর অগ্রগতি সাধন করিতেছেন। ইহাই আল্লাহতায়ালা কর্তৃক জারীকৃত নিয়ম ও বিধান। ইহার ফলশ্রুতিতেই নিখিল বিশ্ব উন্নতি করিতেছে। অতএব খোদাতায়ালার এই কার্য্যকরী নিয়মকে দেখিয়া উহা হইতে যখন আমরা বাঁচিয়া থাকার পদ্ধতি শিখি তখন এই কথাটাই সমানে আসিয়া যায়, যাহা আমি আপনাদিগকে শুনাইতেছি।

সুইজারল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম। সেখানেও জায়গা খুব ছোট মনে হইতেছিল। যদিও সেখানে সম্পত্তির মূল্য খুব বেশী চড়া, তথাপি আমাদের যে সকল তাৎক্ষাণিক প্রয়োজন রহিয়াছে ঐগুলিতো মিটাইতে হইবে। সুইজারল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের তুলনায় সম্পত্তির মূল্য দশ গুণেরও অধিক। যাহা হউক, এক জায়গায়তো তাহারা জমির দাবী করিয়া বলিয়াছিল যে, আমাদের জন্য শীঘ্র এই জমির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। তাহাদিগকে তো আমি বলিয়াছি যে, যেহেতু আপনারা তবলীগে উদাসীন অতএব এখন আপনাদের হক নাই। আপনারা প্রথমে নিজেদের হক কায়েম করুন এবং প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে আবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করুন। তাহা হইলে ইনশাল্লাহতায়ালা, যেখান হইতেই অর্থ সংগ্রহ করিতে হৌক না কেন আমি আপনাদের প্রয়োজন মিটাইব। কিন্তু এখন তাহাদিগকে আমি এক বৎসরের সময় দিয়াছি। অতএব আপাততঃ সুইজারল্যাণ্ডে পুরাতন মিশনের কিছুটা সম্প্রসারণ ব্যতীত অন্য কোন প্রোগ্রামই নাই।

যখন ফ্রান্সে আসিলাম তখন মনে হইল যে, সেখানেও জামাতে একটি আশ্চর্য্যজনক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমিতো মনে করিতাম যে সেখানকার জামাত দশ পনের জনের দুর্বল জামাত। কিন্তু যখন আমরা জুময়ায় একত্রিত হইলাম তখন দেখিলাম যে, খোদার ফজলে পুরুষই ৬৫ জন। ইহা ছাড়া মহিলারাও ছিলেন। যে সমস্ত খেদমতকারী মহিলারা ছিলেন, যাহারা সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছিলেন ও রান্না-বান্না করিতেছিলেন এবং সকল প্রকারের খেদমত করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন ইউরোপীয় মহিলাও ছিলেন। তিনি আশ্চর্য্যজনক এখলাসের সহিত সেখানে দিন-রাত্রি মেহনত করিতেছিলেন। অতএব সেখানে জামাতের একটি সম্পূর্ণ নুতন নকসা দেখিতে পাইলাম। সেখানে পেরেস নামে একটি খুব সুন্দর এলাকা আছে। ইহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এলাকা এবং সামাজিক দিক হইতেও স্বাস্থ্যকর এলাকা। সেখানে খোদার ফজলে একটি খুব ভাল মিশন ক্রয় করা হইয়াছে। আল্লাহতায়ালা জামাতের জন্য ইহা মোবারক করুন। ইনশাআল্লাহতায়ালা, ইহার জন্য যে সমস্ত আইনগত Transaction

(লেনদেন) রহিয়াছে উহা আল্লাহর ফজলে দুই এক মাসের মধ্যে সমাধা হইয়া যাইবে। ক্রয়ের কাজ পাকাপাকি হইয়াছে। ক্রয় মূল্যের একটি অংশও আদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মূল্যের বাকী অংশও মওজুদ রহিয়াছে। অনুরূপভাবে সেখানে আরও একটি জায়গা দেখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে ফ্রান্সে একটি নয়, বরং দুইটি মিশন কায়েম হইয়া যায়।

বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রে আপনারা এখলাসের অবস্থা দেখুন, তবলীগের উৎসাহ উদ্দীপনা দেখুন, ইবাদতের উৎসাহ দেখুন এবং নুতন নুতন মিশন স্থাপনের কাজ দেখুন। অতএব কিভাবে আমরা বলিতে পারি যে এই বৎসর খারাপ গিয়াছে? প্রকৃত অবস্থা এই যে, সর্বক্ষেত্রে খোদাতায়ালার তরফ হইতে এত অসাধারণ ফজল নাজেল হইয়াছে যে ইহার শোকর আদায় করার শক্তিও আমাদের নাই। এই হক আদায় হইতে পারে না। সুতরাং খোদার দয়ার সামনে অবনত মস্তকে বিগত বৎসরের আঙ্গিনা অতিক্রম করিয়া নুতন বৎসরে প্রবেশ করুন এবং খোদার দয়ার হুজুরে যেন এই মস্তক কখনো উঁচু না হয়। কেননা খোদার হুজুরে যাহারা শোকরানা হিসাবে নিজেদের মস্তক অবনত করে, তাহাদের মস্তককেই সর্বদা উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। আমি আশা রাখি যে, ইনশাআল্লাহ খোদার ফজলেও ঐভাবে Acceleraration আসিবে, যেভাবে আপনারা আপনাদের প্রচেষ্টায় Acceleraration করিবেন। হামেশাই আল্লাহর এই তকদীর জারী আছে যে, বান্দার সামন্য প্রচেষ্টার মোকাবেলায় তিনি অনেক বেশী দিয়া থাকেন। একজন গরীব মানুষ যখন কোন আমীরের (ধনবান) সামনে সামান্য কিছু পেশ করে, তখন আমীরতো ঠিক ঐ পরিমাণ ফেরত দেননা। তিনি যদি ঐ পরিমাণ ফেরত দেন, তাহা হইলে ইহাকে খুবই নীচু কাজ বলিয়া মনে করা হয়। ইহাকে খুবই হীন কাজ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। যদি আল্লাহতায়ালা স্বীয় বান্দাদিগকে এই ফেতরত দান করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আপনারা ধারণা করিতে পারিবেন না যে খোদাতায়ালার প্রতিক্রিয়া কি ধরণের হইয়া থাকে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ভাবে আমাদিগকে ইহা বুঝাইয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই যে, যদি আপনারা একটি অতি সাধারণ কাজ করেন তাহা হইলে খোদাতায়ালা উহাকে একটি অপরিসীম কাজে পরিবর্তিত করিয়া দেন। তিনি এত ফজল বর্ষন করেন যে, ঐগুলি আপনারা গণিতে পারেন না এবং ঐগুলি আপনারা পূর্ণরূপে উপলব্ধিও করিতে পারেন না।

পাকিস্তানের অবস্থা বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, সেখানকার আশীষেও এইখানে আপনাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক পরিবর্তন হইতেছে। অর্থাৎ যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, পাকিস্তানে যে, দুঃখ সৃষ্টি হইয়াছে উহাই এই সকল উন্নতির উৎস ও কেন্দ্র-বিন্দু। অতএব যাহা কিছু আমরা দেখিতেছি ঐগুলি عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم এর এক অদ্ভুত দৃশ্য পট।

যেভাবে সমগ্র বিশ্বের শক্তি ও অগ্রগতি, যাহা আমরা এই সৌরজগতে দেখিয়া থাকি, উহা সূর্য্য হইতে নাজেল হইতেছে, অনুরূপভাবে প্রত্যেক প্রকারে শক্তি ও অগ্রগতির কোন

না কোন কেন্দ্র থাকে। এই যে শক্তি ও অগ্রগতি যাহা সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামাতে বিস্তার লাভ করিতেছে, আল্লাহর ফজলে ইহার কেন্দ্র পাকিস্তানের আহমদীদের দুঃখের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ফ্রান্সে একজন ফ্রান্সের স্থানীয় বাসিন্দা, যিনি খোদার ফজলে একজন মোখলেস আহমদী, তিনি একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উহার জবাবে আমি তাহাকে বুঝাইতেছিলাম যে, এই যুগে খোদাতায়ালা কি কি ধরণের ফজল করিয়াছেন। আমি তাহাকে কতগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছিলাম। একটি দৃষ্টান্তের কথা আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম যে, কখনো খুদ্দামুল আহমদীয়ার তরফ হইতে, কখনো আনসারুল্লাহর তরফ হইতে এবং বিভিন্ন সংগঠনের তরফ হইতে খুব চেষ্টা করা সত্ত্বেও কিছু এইরূপে নওজোয়ান ছিল যাহারা কাবুতে আসিতেছিলনা—তাহাদিগকে তরবিয়ত করা যাইতেছিল না। তাহারা কখনো নামাজের নিকট আসিত না। সব জাতির মধ্যেই দুর্বল ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মধ্যেও দুর্বল ব্যক্তি রহিয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে সংশোধন করা যাইতেছিলনা। আমি তাহাকে বলিলাম যে, এখন দেখুন, আমরা কিভাবে এই সংশোধনের কাজ করিতে পারিতাম? আমাদের তো সাধ্যই ছিলনা। এইরূপ নওজোয়ানেরা আমাকে চিঠি লিখিতেছে এবং শত শত, বরং হাজারের কাছাকাছি আমার নিকট এইরূপ নওজোয়ানদের চিঠি এই যাবৎ পৌঁছিয়াছে তাহারা লিখিয়াছে যে, আমরা যাহারা নামাজের ধার দিয়াও যাইতাম না, এখন আমরা তাহাজ্জুদ গুজার হইয়া গিয়াছি। যখন আমি তাহাকে এই ঘটনা বর্ণনা করিতেছিলাম তখন আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য ঈমানবর্দ্ধক এই উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিলেন যে, আমার ডাইন দিকে যে নওজোয়ান বসিয়া ছিল সে এক দম বলিয়া উঠিল যে, আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। আমারও অবস্থা এই ছিল। আল্লাহর ফজলে আমি এখন তাহাজ্জুদ পড়ি এবং চাঁদা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অগ্রগামী হইয়াছি। আমি কোরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রগামী হইয়াছি এবং আমার মধ্যে তবলীগের উৎসাহ সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ নওজোয়ান ফরাসী আহমদী বন্ধু ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, কিভাবে খোদাতায়ালা তৎক্ষণাত আমার কথার সমর্থনে সাক্ষ্য দাঁড় করাইয়া দিলেন।

পাকিস্তানে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা ইহার চাইতে অনেক বেশী। কেননা তাহারা শক্তির কেন্দ্রের অধিকতর নিকটে বসবাসকারী লোক। দুঃখের যে তীব্রতা তাহারা অনুভব করে এবং তাহাদের হৃদয়ে যে বেদনার সৃষ্টি হয়, আপনারা দূরে হইতে উহা দেখিয়া নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব করেন। কিন্তু, আপনারা ধারণাও করিতে পারিবেননা তাহাদের হৃদয়ে কি বেদনার আগুন জ্বলিতেছে এবং কিভাবে এই আগুন তাহাদের খাদযুক্ত সোনাকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে। কেবল ইহাই নহে। বরং আকাশ হইতে বিপুলভাবে ফজল নাজেল হইয়া তাহাদের ঈমান বৃদ্ধির কারণ হইতেছে। তাহাদের আদর্শ ও কর্মের মধ্যেই কেবল পবিত্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে না, বরং নিদর্শনাবলীও তাহাদের উপর নাজেল হইতেছে। দৃঢ় সংকল্পের নিত্য নূতন পাহাড়ে তাহারা আরোহন করিতেছে এবং প্রত্যেক পাহাড়ে খোদার রহমত ও তাঁহার সন্তুষ্টির বিকাশও তাহারা দেখিতেছে। উদাহরণস্বরূপ আপনাদের সম্মুখে রাখার জন্য আমি মাত্র কয়েকটি ঘটনা আজিকার খোৎবার জন্য নির্বাচন করিয়াছি।

আহমদী পুরুষদের আদর্শ সম্বন্ধে বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হয় যে, আমাদের দেশে (পাকিস্তান) এইরূপ একটি জিলা আছে যেখানে জাহেলিয়াত খুব বেশী। সেখানে কতিপয় নওজোয়ানকে কেবল এই অপরাধে পাকড়াও করা হইয়াছে যে, তাহারা আজান দিয়াছে বা তাহারা 'আচ্ছালামোয়ালাইকুম' বলিয়াছে বা তাহারা মুসলমানের মত আচরণ করিয়াছে বা তাহারা তবলীগ করিয়াছে। অর্থাৎ ইহাই এখন পাকিস্তানে অপরাধের তালিকা। খুন-খারাবী, ব্যাভিচার, কুকর্ম, জুলুম নির্যাতন, চক্ষু উপড়াইয়া ফেলা, জিহ্বা কাটিয়া ফেলা, বেগানা স্ত্রীলোকদের সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা, ইত্যাদিতো পাকিস্তানে মামুলী ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। সব চাইতে বড় অপরাধ, যাহা বর্তমানে পাকিস্তানের কোর্টে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং যাহার সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টের অর্ডিন্যান্স জারী হইতেছে এবং যাহার সম্বন্ধে গভর্নরদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে খবরদার, এত বড় সংগীন অপরাধ কখনো ক্ষমা করিও না, এই সকল অপরাধে উপরোক্ত আহমদী বেচারার অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা প্রকাশ্যে খোদার নাম লইতেছিল, তাহারা নিজেদের দুশমনদিগকে 'আচ্ছালামোয়ালাইকুম' বলিতেছিল এবং তাহাদের জন্য দোওয়া করিতেছিল ও তাহারা মুসলমানের মত আচরণ করিতেছিল। এইরূপ অপরাধ কিভাবে ক্ষমা করা যাইতে পারে? অতএব তাহাদিগকে পাকড়াও করিয়া জেলে নিক্ষেপ করা হইল। একটি পরিবারের অবস্থা এইরূপ ছিল। যাহা হউক, এই পরিবারের কথা আমি পরে বলিব। এখন আমি বলিতেছি যে, যাহাদিগকে জেলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহারা জেলে যাওয়ার পর তাহাদের আদর্শে ও কর্মে একটি নূতন দীপ্তি ও চমক আসিয়া গেল। তাহারা লিখিতেছে যে, খোদার জন্য কয়েদ হওয়ার দরুন আমাদের মধ্যে এইরূপ পবিত্র পরিবর্তন আসিয়া গেল এবং আমরা এইরূপ স্বাদ গ্রহণ করিতেছিলাম যে আমাদের চারিদিকে যত কয়েদি ছিল তাহাদের মধ্যেও পরিবর্তন আসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে আহমদীয়াত সম্বন্ধে জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হইল। তাহারা সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত আমাদের সংগে আচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের মধ্যে খোদাতায়ালা কোন কোন এইরূপ আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করিয়া দিলেন যে, যদি এই ঘটনা না ঘটিত, অর্থাৎ যদি এই সকল আহমদীর সহিত তাহাদের এত নিকট সম্পর্ক না হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা দুর্ভাগ্য বশতঃ জাহেলিয়তের মৃত্যু বরণ করিত।

জেলে এক ষাট বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি ছিল। খুবই সাংঘাতিক একটি অপরাধের দরুন তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতেছিল। ষাট বৎসর বয়সেও তাহার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে নাই। বস্তুতঃ এই ব্যক্তি নিজেই তাহাদিগকে (উপরোক্ত আহমদী কয়েদিদিগকে) বলিয়াছে যে, তাহাদিগকে দেখার দরুন এবং কয়েকদিন খোদার এই বান্দাদের সংস্পর্শে আসার ফলশ্রুতিতে তাহার মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি হইয়া গেল। সে বলিল যে একদিন আমি আমার রাবের নিকট অনেক দোওয়া করিলাম যে, হে খোদ! আমিতো ইহাদিগকে তোমার উত্তম বান্দা দেখিতেছি। যদি ইহারা সত্যের উপর থাকে এবং যদি বাস্তবিকই ইহাদের সংগে তোমার সম্পর্ক থাকে, তাহাহইল আমাকেও একটি নিদর্শন দেখাও যে, এই যে দুইজন সৈয়দ ভাইকে আবদ্ধ করা হইয়াছে ইহাদিগকে আগামীকাল জেল হইতে মুক্ত করিয়া দাও তাহা হইলে আমি স্বীকার করিব যে, হাঁ, ইহাদেরও কোন খোদা রহিয়াছে এবং আমি স্বীকার করিব যে সত্যই ইহারা তোমার অনুগৃহীত বান্দা। রাত্রে সে দোওয়া করিয়া শুইল এবং ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় উঠিয়া তাহাদিগকে সুসংবাদ দিল যে, আজ তোমরা আজাদ হইয়া যাইবে এবং ঐ দিন দশটার সময় জেলের দরজা খোলা হইয়াছিল এবং তাহারা জেল হইতে বাহিরে যাইতেছিল। ইহাতে লেখক, যে নিজেও তাহাদের সংগে একজন আহমদী কয়েদী ছিল, সে লিখিল যে, আমি তাহার নিকট গেলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ইহা কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গেল? সে বলিল, রাত্রে খোদাতায়ালা আমাকে স্বপ্নে জানাইয়া দিলেন যে, আমি তোমার দোওয়া কবুল করিয়া লইয়াছি এবং ভোরে তুমি এই রহমতের নিদর্শন দেখিবে। বস্তুতঃ আমার কামেল একীন (পরিপূর্ণ বিশ্বাস) ছিল এবং আমি ভোর সাড়ে পাঁচটায় গিয়া যে খবর দিয়াছিলাম, উহা

খোদার তরফ হইতে জানার দরুনই দিয়াছিলাম। নিজের তরফ হইতে আমি এই খবর দেই নাই। অতএব ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। তাহাদের অবস্থাও অদ্ভুত, যাহারা কুতুবদিগকে চোর বানাইয়া জেলে নিক্ষেপ করিতেছে এবং এই নিরপরাধ কয়েদীরা তাহাদের চোরদিগকেও কুতুব বানাইতেছে। ইহাই হইল মহান অধ্যাত্মিক বিপ্লব, যাহা এই দেশে সংঘটিত হইতেছে।

এই ব্যক্তি যে এই জেলেই ছিল, সে বলিতেছে যে, "আমরা চার ভাই। একজন ছোট ও বাকী তিনজন বয়স্ক। আমাদের তিন ভাইকেই এই ধরণের অপরাধের দরুন (পূর্ব বর্ণিত অপরাধ, যেমন আজান দেওয়া) পাকড়াও করিয়া জেলে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার মায়ের একজন ভাই অর্থাৎ আমার একজন মামা আছে। তাহাকেও আমাদের সংগে জেলে দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ধীরে ধীরে আমাদের ঘর এইভাবে খালি হইয়া গেল যে এক মা ব্যতীত এবং একটি নাবালক শিশু ছাড়া ঘরে আর কেহ রহিল না। অর্থাৎ এমন কোন পুরুষ মানুষ ঘরে ছিলনা, যাহারা তাহাদের দেখাশুনা করিতে পারে। এই কারণে যখন অবশেষে খোদাতায়ালা আমাদিগকে জেল হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন তখন আমরা ভয়ে ভয়ে ঘরে প্রবেশ করিলাম। কেননা জানিনা মাকে কি অবস্থায় দেখিব। যখন ঘরে গেলাম তখন দেখিলাম যে, মাতো পূর্বের চাইতেও বেশী খুশী এবং তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থাও খুব ভাল। তাঁহাকে আমরা খুবই নির্ভিক দেখিতে পাইলাম। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি এই কি দেখিতেছি? তোমার তিনটি জোয়ান ছেলে জেলে চলিয়া গিয়াছে। তোমার ভাইও কয়েদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমার চেহারার মধ্যে ইহার কোন প্রতিক্রিয়াই নাই। তুমিতো এক অদ্ভুত মা।" তখন তাহার মা কহিল, "বেটা আমি জানিনা আমার কি হইয়াছে। যখন তোমাদিগকে পাকড়াও করিয়া লইয়া গেল তখন ঐ রাত্রির প্রথম অংশ আমার জন্য এইরূপ একটি বেদনাদায়ক আযাবের রাত্রি ছিল যে তোমরা উহা ধারণাও করিতে পারিবে না। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি শেষ হইয়া যাইতেছিলাম। গিরিয়াজারী করিতেছিলাম। আহাজারী করিতেছিলাম যে, এই ঘরের কি হইয়া গেল? এইভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে যখন আমার চক্ষু বন্ধ হইয়া আসিল তখন স্বপ্নে আল্লাহতায়ালা বুজুর্গ-চেহারা বিশিষ্ট একজন মানুষকে আমার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি আমার সংগে প্রীতি ও সহানুভূতির আচরণ করিলেন না। তিনি আসিয়াই আমাকে খুবই কঠোর ভাবে শাঁসাইলেন যে, "হে স্ত্রীলোক! তুমি কি করিতেছ? খবরদার, এরপর এক ফোটা চোখের পানিও ফেলিতে পারিবে না। তুমি মোজাহিদের মা। তোমার সংগে খোদা রহিয়াছেন। এতদসত্বেও তুমি কাঁদিতেছ?" তাহার মা বলিল, ইহা স্বপ্ন ছিলনা বরং ইহা একটি শক্তি ছিল, যাহা হৃদয়কে কবজা করিয়া ফেলিয়াছিল, উহার পরে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মধ্যে আর কোন উদাস ভাবের সৃষ্টি হয় নাই এবং আর কোন ভীতিও আসে নাই। আমিতো মজার জীবন যাপন করিতেছি। তোমরা আমাকে কি অবস্থায় দেখিতে চাও?

অতএব যাহাদের পুরুষদের এই অবস্থা এবং খোদা যাহাদের জন্য অশেষ রহমতের নিদর্শন দেখাইতেছেন এবং যাহাদের স্ত্রীলোকদের এই অবস্থা এবং খোদা যাহাদের জন্য এইভাবে রহমতের নিদর্শন দেখাইতেছেন, তাহাদের কি কোন লোকসানের সওদা হইতে পারে?! ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের অবস্থাও কাহারো ছাইতে পশ্চাতে পড়িয়া নাই। তাহাদের মধ্যেও অদ্ভুত ধরনের পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে পিতামাতার কোন হাত নাই। ইহাতে আমার কোন হাত নাই। ইহাতে আপনাদের কোন হাত নাই। ইহাতে জামাতী কোন সংগঠনের প্রচেষ্টাও নাই। কেবল মাত্র খোদার ফজলে তাহাদের হৃদয়েও তাকওয়া বর্ষিত হইতেছে এবং খোদার সন্তুষ্টি নাযেল হইতেছে।

এক আহমদী মা তাহার নিজ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার গল্প শুনাইয়াছে। ইহাতে আমি খুব মজা পাইয়াছি। আমি বললাম, দেখ আমাদের ছেলেমেয়েদের খেলাও

অন্যান্য সব ছেলেমেয়েদের খেলা হইতে ভিন্নতর হইয়া গিয়াছে। উক্ত মা বলিতেছেন যে, তাহার ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছিল। যেইভাবে জুম্‌য়ার নামাজের জন্য গাড়ীর কাফেলা যায় সেইভাবে তাহারা কাফেলা বানাইয়াছিল এবং অতঃপর সকলে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল কখন জুম্‌য়ার জন্য যুগ খলিফা আসিবেন এবং আজানের আওয়াজ ধ্বনিত হইবে। মা বলিতেছে, তাহাদের চেহারার মধ্যে এত ঔৎসুক্য ছিল যে, আমার চক্ষু হইতে সতঃস্ফুর্তভাবে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে এত অকাটতা ও সম্ভ্রমবোধ ছিল যে, আমি অবাক হইয়া গেলাম, আল্লাহ এই ছেলেমেয়েদিগকে কি করিয়া দিয়াছেন? আমার মেয়ে প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরকে ডাকিয়া তাহাদের সহিত পুতুল খেলিতেছিল। হঠাৎ তাহার কিছু একটা মনে হইল। সে তিন বৎসরের একটি ছোট মেয়ে। সে বলিল, দাঁড়াও এখন আমরা দোওয়া করিব, যাহাতে আল্লাহতায়ালা নিজ ফজলের দ্বারা জামাতের পরীক্ষা দূর করিয়া দেন এবং বিজয় দান করেন এবং আমাদের ইমামকে ফিরাইয়া আনেন" (তিনি পাকিস্তানে বিরাজমান পরিস্থিতির দরুন স্বদেশ ত্যাগ করিয়া দীর্ঘ দিন হইতে প্রবাসে রহিয়াছেন—অনুবাদক)। অতঃপর এই ছোট মেয়ে দোওয়া করার জন্য হাত উঠাইল এবং সব ছেলেমেয়েরা দোওয়া করিতে শুরু করিল। উক্ত স্ত্রীলোক বলিতেছে, আমি অবাক হইয়া গেলাম যে, এই ঘরে কি ঘটনা ঘটিতেছে। আমিতো ছেলে মেয়েদিগকে ইহা শিখাই নাই। আমার স্বামীও তাহাদেরকে ইহা শিখায় নাই। আকাশ হইতেই তাহাদের তরবিয়ত হইতেছে। উক্ত স্ত্রীলোক বলিতেছে, আমি সহ্য করিতে পারিলাম না। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে আমার রাব্বের হুজুরে সেজদায় পড়িয়া গেলাম এবং বলিলাম, 'হে আল্লাহ! তোমার কিরূপ ফজলের বারি বর্ষণ হইতেছে! আমাদের কি শক্তি ছিল। যে আমরা এইরূপে আমাদের ছেলেমেয়েদের তরবিয়ত করিতে পারিতাম? তুমি তাহাদের হৃদয়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছ। তুমি তাহাদের বুকে বসিয়া গিয়াছ এবং তুমি স্বীয় ফজল দ্বারা নিজেই তাহাদের তরবিয়ত করিতেছ।'

অতঃপর আমি আপনাদিগকে একটি আহমদী শিশুর একটি অদ্ভুত ঘটনা শুনাইতেছি। এই ঘটনার সংগেও আল্লাহতায়ালার এক মহান রহমতের নিদর্শন বিজড়িত রহিয়াছে। এক ব্যক্তি বলিতেছে যে আমাকে বাড়ীওয়ালা কেবলমাত্র আহমদীয়াতের কারণে বাড়ী ছাড়ার নোটি দিয়া দিলেন। আমি তাহার নিকট অনেক মিনতি করিলাম ও বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি কোন মতেই মানিলেন না। আমি অনেক সন্ধান করিয়াও কোন বাড়ী খুঁজিয়া পাইলাম না। অতঃপর আমি একদিন আমার ছেলেমেয়েদিগকে একত্র করিলাম। এবং তাহাদিগকে বলিলাম যে, দেখ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে যদি তোমরা আহমদীয়াত ত্যাগ কর, তাহাহইলে আমি তোমাদিগকে উত্তম বাড়ী দিব এবং তোমাদিগকে প্রাসাদ দিয়া দিব। যদি তোমরা আহমদীয়াত ত্যাগ না কর তাহা হইলে তোমাদিগকে বস্তিতে গিয়া থাকিতে হইবে এবং তোমরা ঘরে থাকিতে পারিবে না। উক্ত ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমি বড়ই

আন্তরিকতার সহিত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই প্রশ্ন করিলাম, 'তোমরা এখন সিদ্ধান্ত কর যে আহমদীয়াত ত্যাগ করিয়া তোমরা উত্তম বাড়ী চাও, না তোমরা আমার সংগে ও তোমাদের মায়ের সংগে বস্তিতে থাকা পছন্দ করিবে?' উক্ত ব্যক্তি বলিতেছে যে, "আমার মুখের কথা শেষ না হইতেই ছেলেমেয়ে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমরা বস্তিতে থাকিব; খোদার কসম, আমরা বস্তিতে থাকিব। আমরা আহমদীয়াত কখনো ত্যাগ করিব না।"

উক্ত ব্যক্তি বলিতেছে যে, ঐ সময় খোদা আমার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিলেন যে আমি তাহাদের মায়ের নিকট গেলাম এবং বলিলাম, 'আমি তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি যে বাড়ীর জন্য তোমার সকল চিন্তার অবসান হইয়া গিয়াছে। আজ এই ছেলে-মেয়েদের হৃদয় একটি ফয়সালা করিয়াছে এবং আসমানে তাহা গৃহীত হইয়াছে এবং তুমি দেখিবে যে খোদা ইহাদিগকে কখনো বস্তিতে যাইতে দিবেন না।'

ইহার পরে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঐ ঘটনা স্বয়ং একটি নিদর্শন। উহা হইতে জানা যায় যে, অতঃপর তাহাদের বাড়ী পাওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা ছিলনা। বরং আল্লাহতায়ালার বিশেষ হস্তক্ষেপের ফলশ্রুতিতে আরও একটি নিদর্শনের মাধ্যমে তাহারা ঐ বাড়ী পাইল। উক্ত ব্যক্তি বলিতেছেন যে, দুই এক দিনের মধ্যেই আমাদেরই প্রতিবেশীর একটি ছেলে নিখোঁজ হইয়া গেল। ঐ ছেলের মায়ের অবস্থা দেখার মত ছিল না। তিনি আমাদের ঘরে আসিয়া খুব কাঁদিলেন এবং অত্যন্ত পেরেশানীর সহিত কান্নাকাটি করিলেন। উক্ত আহমদীর স্ত্রী তাহাকে বলিল যে, "তোমাকে একটি অভিজ্ঞতার কথা শুনাইতেছি। আমরা যখন মুস্কিলে পড়ি তখন আমরা যুগ-খলিফার নিকট দোওয়ার জন্য চিঠি লিখি। আমরা নিজেরাও দোওয়া করি এবং তাঁহার নিকট হইতেও দোওয়ার প্রত্যাশা করি। অতঃপর আল্লাহতায়ালা প্রায়েই আমাদের মুস্কিল দূর করিয়া দেন। তোমারতো বিশ্বাস নাই। তবুও একবারতো পরীক্ষা করিয়া দেখ। আমি তোমার নিকট এই মিনতি করিতেছি। আমরাও তোমার ছেলের জন্য চিন্তা করিতেছি এবং কষ্ট পাইতেছি। উক্ত আহমদীর স্ত্রী বলিতেছে যে, আমি এত অকপটতার সহিত ঐ মহিলাকে বলিয়াছিলাম যে তাহার হৃদয়ে বিশ্বাস আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, "ঠিক আছে, এখনই চিঠি লিখ। আমি দস্তখত করিতেছি।" চিঠি লেখা হইল। ঐ মহিলা দস্তখতও করিলেন। কিন্তু ঐ দিন ডাক চলিয়া গিয়াছিল। কাজেই চিঠি আর ডাকে দেওয়া হইল না। পরের দিন বারটা একটার সময় চিঠি ডাকে দেওয়া হইল। উক্ত আহমদীর স্ত্রী বলিতেছে, 'আমার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহতায়ালা দোওয়া কবুল করিবেন। তাঁহার নিকট অতীতই বা কি, আর ভবিষ্যতই বা কি!' অতএব চিঠি যখন চলিয়া গিয়াছে তখন খোদা নিশ্চয়ই কোন রহমতের নিদর্শন দেখাইবেন। অতঃপর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই ঐ মহিলার ঘর হইতে টেলিফোনে খবর আসিল যে খোদার ফজলে অমুক শহরে তাহাদের ছেলেটিকে পাওয়া গিয়াছে। এখন দেখুন

ইহার ফল। ছেলেতো পাওয়া গেল। কিন্তু তাহাদিগকেও খোদাতায়ালা জামাতের জন্য তাঁহার নৈকট্যের নিদর্শন দেখাইয়া দিলেন। ঐ ছেলের পিতা বাহিরে কোন এক জায়গায় থাকিতেন। তিনি এই স্থানের প্রতি আস্থা ও স্বস্তি হারাইয়া ফেলিলেন এবং ঐ স্থান হইতে তিনি নির্দেশ দিলেন যে 'শীঘ্র এই বাড়ী ছাড়িয়া দাও এবং আমার নিকট চলিয়া আস। আমি তোমাদিগকে এই জায়গায় আর ফেলিয়া রাখিতে পারি না।' তখন ঐ ছেলের মা ঘরের চাবি লইয়া উক্ত আহমদীর স্ত্রীর নিকট আসিলেন এবং বলিলেন যে, "এই বাড়ী আপনারা রাখিতে চান তো রাখেন।" ঐ বাড়ী অত্যন্ত চমৎকার ও খোলামেলা ছিল। শুধু ইহাই নহে। ইহার মধ্যে আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার রহিয়াছে। যখন বস্তির কথাবার্ত্তা হইতেছিল তখন তাহাদের ছোট মেয়ে, যে কথা বলিতে তোতলাইত, সে এই দোওয়া করিল যে, "হে খোদা! আমাকে দালান-কোঠাওয়ালা বাড়ী দাও, যাহার মধ্যে আংগিনা থাকিবে এবং চারিটি আংগিনা থাকিবে—দুইটি উপরে ও দুইটি নীচে।" এই ধরণের বাড়ীর একটি নক্‌সা কল্পনা করিয়া সে দোওয়া করিতে শুরু করিল। তাহারা বলিতেছে, যখন আমরা বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম তখন ইহা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আমি ও আমার স্ত্রীতো খোদার হুজুরে শোকর ও প্রশংসার আবেগে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। ঠিক যেভাবে আমাদের মেয়ে দোওয়া করিতেছিল একেবারে হুবহু ঐ নক্‌সার বাড়ী আল্লাহ-তায়ালা আমাদিগকে দান করিলেন।

অতএব আহমদীয়া জামাততো খোদার ফজলের ছায়ায় অগ্রসরমান জামাত। এক জায়গায় তোমরা জুলুমের ছায়া বিস্তার করিতেছতো আল্লাহর রহমতের এক ছায়া আমাদের জন্য চতুর্দিকে আলোকিত করিয়া দিতেছে। এক জায়গায় তোমরা আগুন জ্বালাইতেছতো, চারিদিকে খোদার সন্তুষ্টির রহমত আমাদের জন্য বর্ষিত হইতে শুরু হইয়া যাইতেছে। তোমাদের তলোয়ারের ছায়ার নীচেও আমাদের জন্য আত্মার প্রশান্তি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমরা কে যে আমাদিগকে ধ্বংস করিবে? তোমাদের কি ক্ষমতা আছে? বান্দার সহিত খোদার কারবারতো কখনো বন্ধ হয় নাই, না উহা কখনও বন্ধ হইতে পারে। আহমদীয়া জামাতকে সম্বোধন করিয়া একদিকে হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলিতেছেন। মোবারক হউক এই জামাত! আজ জামাত ঐ যুগে প্রবেশ করিতেছে যে, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার এই কথাগুলি শুনিয়া এইরূপ মনে হয় যেন হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম আপনাদিগকে দেখিয়া এবং আপনাদিগকে সম্মুখে রাখিয়াই এই কথাগুলি বলিয়াছেন। তিনি বলেন:—

"হে আমার বন্ধুগণ, আমার প্রিয়গণ, এবং আমার অস্তিত্বরূপ বৃক্ষের সবুজ শাখাগুলি! তোমরা খোদাতায়ালার রহমতে আমার বয়েতের সেলসেলায় প্রবেশ করিয়াছ এবং তোমাদের জীবন, তোমাদের আরাম এবং তোমাদের ধন-সম্পদ এই পথে বিলীন করিয়া দিতেছ।"

ইহা কিরূপ সত্য ও পবিত্র কালাম! কিরূপ প্রেমে তিনি বিভোর! আজ আহমদীয়া জামাতের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা কিরূপ গৌরবের সহিত পূর্ণ হইতেছে!

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন :— "হে আমার বন্ধুগণ, আমার প্রিয়গণ এবং আমার অস্তিত্বরূপ সবুজ শাখাগুলি ! তোমরা খোদাতায়ালার রহমতে আমার বয়াতের সেলসেলায় প্রবেশ করিয়াছ। ("তাকওয়া মিনাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরফ হইতে প্রদত্ত তাকওয়া এইরূপ একটি উত্তম নকসা। খোদাতায়ালার রহমতে তোমরা আহমদীয়াতে প্রবেশ করিয়াছ। ইহার দরুনই তোমরা এই কোরবানী করার তৌফিক লাভ করিতেছ এবং তোমাদের জীবন, তোমাদের আরাম ও তোমাদের ধনসম্পদ এই পথে বিলীন করিতেছে।) যদিও আমি অবগত আছি যে, যাহা কিছু বলিব তোমরা উহা কবুল করা তোমাদের নিজেদের সৌভাগ্য মনে করিবে এবং তোমাদের শক্তিতে যতদূর কুলায় তোমরা উহা করিতে দ্বিধা করিবেনা, তথাপি এই খেদমতের জন্য আমি কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিজ মুখে তোমাদের উপর ফরজ করিতে পারিনা, যেন আমার বলার দরুন নয়, বরং তোমাদের নিজ খুশিতে তোমরা এই খেদমত কর। কে আমার বন্ধু ? কে আমার প্রিয় ? তাহারাই আমার বন্ধু ও প্রিয়, যাহারা আমাকে চিনিয়াছে। আমাকে কে চিনিয়াছে ? কেবলমাত্র তাহারাই আমাকে চিনিয়াছে, যাহারা আমাকে বিশ্বাস করে যে আমি প্রেরিত হইয়াছি, এবং আমাকে ঐ ভাবে গ্রহণ করে যেইভাবে ঐ সকল ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হয় যাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছে। পৃথিবী আমাকে গ্রহণ করিতে পারে না। কেননা আমি পৃথিবী হইতে নই। কিন্তু যাহাদের ফেতরাতে (স্বভাবে) ঐ জগতের অংশ দান করা হইয়াছে তাহারা আমাকে গ্রহণ করে ও গ্রহণ করিবে। যাহারা আমাকে পরিত্যাগ করে তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। যাহারা আমার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে, তাহারা তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে, যাঁহার তরফ হইতে আমি আগমন করিয়াছি। আমার হস্তে একটি প্রদীপ রহিয়াছে। যাহারা আমার নিকট আসে, নিশ্চয়ই তাহারা এই আলো হইতে অংশ লাভ করিবে। যাহারা কুধারণা ও কুবিশ্বাসে আমার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়, তাহাদিগকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হইবে। আমি এই যুগের দুর্ভেদ্য দুর্গ। যাহারা আমাতে প্রবেশ করে, তাহারা চোর, ডাকাত ও হিংস্র প্রাণী হইতে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিবে। কিন্তু যাহারা আমার প্রাচীরের বাহিরে থাকিতে চাহে, চতুর্দিক হইতে তাহাদের নিকট মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তাহাদের লাশও শান্তিতে থাকিবে না।"

অতঃপর তিনি বলেন :—

"হে মুসলমানেরা, তোমাদের মধ্যে যাহাদের ভিতর দৃঢ় চিত্ত মোমেনের লক্ষণাবলী অবশিষ্ট আছে এবং তোমরা যাহারা পুণ্যবান লোকদের বংশধর, তোমরা জলদি অস্বীকার করিও না ও কুধারণা পোষণ করিওনা এবং তোমরা ঐ ভয়ংকর বিপদাবলীকে ভয় কর, যাহা তোমাদের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে।"

ইহা সম্পূর্ণরূপে মনে হইতেছে যেন তিনি (হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম) আজ পাকিস্তানবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া তাহাদের সম্ভ্রান্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে বাঁচানোর চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু যাহাহউক আমরাতো সর্বদাই দেখিয়াছি

এবং এই যুগেও পূর্বের তুলনায় বেশী দেখিয়াছি যে, প্রতিটি মসিবত ও বিপদের সময় খোদাতায়ালা আমাদের হৃদয়ে নুতন শক্তি দান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নুতন দৃঢ় চিত্ততা দান করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং আমাদের পথের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করিয়া দিয়াছেন এবং আমাদের কদম পূর্বের চাইতে অধিক দ্রুত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদিগকে আমি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের ভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে :—

আকাশে এক শোর উঠিয়াছে এবং ফেরেশতারা পবিত্র হৃদয়গুলিকে খিঁচিয়া এই দিকে লইয়া আসিতেছে। তোমরা যদি বাধা দিতে পার তো, বাধা দিয়া দেখিয়া লও। তোমাদের কোন শক্তিই নাই। ঐ সকল পবিত্রাত্মা, যাহারা খোদার ফজলে এবং তাঁহার ফেরেশতাদের তাহরিকের ফলে জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে এবং পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যায় আকৃষ্ট হইতেছে, তাহারা আনন্দের সহিত দলে দলে এই পথে আসিতে থাকিবে। এমন কেহ নাই, যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে। আকাশে এক শোর উঠিয়াছে এবং ফেরেশতারা পবিত্র হৃদয়গুলিকে খিঁচিয়া এই দিকে আনিতেছে। আকাশের এই তৎপরতাকে কি মানুষ বাধা দিতে পারে? হাঁ, যদি তোমাদের কোন শক্তি থাকে, তবে বাধা দাও। নবীগণের বিরুদ্ধবাদীরা যে সকল ছলচাতুরী ও প্রতারণা করিয়া থাকে, ঐ সব কিছু কর এবং কোন তদবীর বাদ দিওনা এবং সর্বাত্মক প্রচেষ্টা কর এবং অতঃপর দেখ, তোমরা কি ক্ষতি সাধন করিতে পার।

খোদার কসম, তোমরা আহমদীয়া জামাতের কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। তোমাদের বিরুদ্ধবাদী বংশধরেরা একের পর এক ব্যর্থ হইয়া মৃত্যু বরন করিবে। কিন্তু আহমদীয়া জামাত সর্বদা সর্বদা আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমতের ছায়ায় অধিক সম্মুখে আরো অধিক সম্মুখে এবং আরো সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

(সাপ্তাহিক 'বদর' ১৮ই এপ্রিল, ১৯৮৫ইং)

অনুবাদ : জনাব **নজির আহমদ ভুঁইয়া**

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না তোমরাই আল্লাহ তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ —**হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)**

সতর্কীকরণমূলক নিদর্শনের স্বীকৃতি

(জুমার খোৎবার সারসংক্ষেপ)

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

[২১শে জুন '৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে প্রদত্ত)

তাশাহুদ, তায়াউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেনঃ

বিগত বছর ইউরোপ সফর কালীন আল্লাহতায়ালা Friday the 10th সম্বন্ধীয় যে দিব্য দর্শন দেখিয়েছিলেন, জামাত ইহার খুব প্রচারও করেছিল। কিন্তু বিগত ১০ই মে শুক্রবার কোন কিছু সংঘটিত না হওয়াতে কতক উলামা ১৭ই মে সেজন্য' জশন' (উৎসব) উদ্‌যাপনের আয়োজন করলো, অথচ একটি শুক্রবার ১০ই রমজানেও (৩১শে মে) আসন্ন ছিল।

৩১শে মে, যার উল্লেখ জামাতের কোন কোন বন্ধুর স্বপ্নেও ছিল—সেইদিন করাচীর দিকে সামুদ্রিক ঝড় সম্বন্ধে তাহাজ্জুদের সময় হতে যে সংবাদ পাকিস্তান থেকে আসতে শুরু করেছিল তদনুযায়ী আমি (৩১শে মে '৮৫ প্রদত্ত) জুম্‌য়ার খোৎবায় বলেছিলাম যে, ঐ কাশ্‌ফ বা দিব্য-দর্শনটি এক প্রকারে পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে যে তথ্যাবলীর সংবাদ পাওয়া গেছে সেগুলি থেকে জানা যায় যে, দিব্য দর্শনটি এক প্রকারেই নয় বরং সর্বপ্রকারে পূর্ণ হয়েছে। পূর্বে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল সে গুলি ছিল আহমদীদের পক্ষ থেকে প্রেরিত কিন্তু পরে যখন অপরাপর পত্রিকা ঐ সংবাদটি প্রকাশ করলো এবং কোন কোন অ-আহমদী বন্ধু এবং আহমদীয়তের অন্যান্য ঘোর বিরোধী ব্যক্তিরা ঐ ঝড়ের প্রচন্ডতা সম্বন্ধে অবগত হলো তখন তারা সকলে স্বীকার করলো যে, "ইহা খোদাতায়ালার পক্ষ থেকে এক সতর্কীকরণ বা ধমকস্বরূপ ছিল"। তারা এ ভীতির প্রকাশ করলেন যে, "আল্লাহতায়ালা যদি ঐ সামুদ্রিক ঝড়ের মোড় ঘুরিয়ে না দিতেন, তাহলে কি সর্বনাশই না ঘটতো" এবং তারা আরও লিখেছেন যে, "করাচী—যা কিনা এক 'ক্ষুদ্র পাকিস্তান'—উহা এখন লেবানন ও বৈরুতের রূপ ধারণ করছে এবং ইহা হলো বর্তমান সামরিক শাসনের ফলশ্রুতি, যে সামরিক শাসনের অধীনে পাকিস্তানে উহার নিজের নাগরিকদের জান-মাল পর্যন্ত নিরাপদ নয়।

হুজুর বলেন, আহমদীয়তের ঘোর শত্রুরা উক্ত যে সকল অবস্থার উল্লেখ করেছে এসব অবস্থা পাকিস্তানে যদিও এক দীর্ঘকাল থেকে অব্যাত রয়েছে, তথাপি খোদাতায়ালা তাদের মধ্য থেকে কাউকেও তো এরূপ কাশ্‌ফের দ্বারা অবগত করালেন না, কিন্তু যাদের জান-মালের উপরে খোদাতায়ালার দৃষ্টি ছিল এবং তাঁর দৃষ্টিতে যাদের কদর ছিল, শুধু সেই জামাতের ইমামকে তিনি সংবাদ দান করলেন যে, '১০ই শুক্রবারে' কিছু একটা সংঘটিত হবে এবং কোন তজল্লী (ঐশীজ্যোতির্বিকাশ) ঘটবে। সুতরাং আহমদীয়তের ঘোর শত্রুদের একটি মুখপত্র 'লণ্ডলাক' পত্রিকা লিখেছে যে, "ইহা এক হোশিয়ারী (Warning) বিশেষ এবং আমাদের খতিয়ে দেখা উচিত যে, আমরা কোথায় কোথায় এবং কি কি খোদাতায়ালার নাফরমানী করে চলেছি এবং করাচীর জন্য তো ইহা হোশিয়ারী বটেই।"

হুজুর বলেন, শুধু করাচীর জন্যই নয় বরং তোমাদের জন্যও হোশিয়ারী, বরং অধিকতররূপে হোশিয়ারী। কেননা 'রাব্বুনাল্লাহ্' উচ্চারণকারীদের সহিত 'তোমরা অত্যাচার ও নির্যাতনমূলক জালেমানা ব্যবহার বৈধ মনে কর।

হুজুর বলেন, উক্ত ঘটনা তো পাকিস্তানের দক্ষিণ প্রান্তে ঘটেছে কিন্তু উত্তর প্রান্তেও একই দিন (শুক্রবার ১০ই রমজান মোতাবেক ৩১শে মে) এরূপ এক ঘটনা ঘটেছে, যা ছিল বিশেষ গুরুত্ব-

বহ ঘটনা অর্থাৎ Mig-12 আফগান বিমানবহর (পাকিস্তানের অন্তর্গত) চিত্রালের দ্বিতীয় বৃহৎ শহর 'দরবেশে'র উপর আক্রমণ চালিয়ে বোমা বর্ষণ করে। ইহার সম্বন্ধে পত্রিকাসমূহ বিস্তারিত সংবাদ ও পর্যালোচনা প্রকাশ করেছে এবং সেখানকার জনগণের হাহাকার ও আর্তনাদ এবং বিপদের উল্লেখ করেছে। ইহা এমনই এক ঘটনা ছিল যে উহা পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী ও গভার্নারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তারা এবং রাষ্ট্রপতি নিজে সেখানে গেলেন। এমনিধারায় আল্লাহতায়ালা সরকারী পর্যায়ে দুষ্কৃতকারীদেরকে হোশিয়ারী (Warning) প্রদর্শন করলেন, যে হোশিয়ারী সম্বন্ধে তারা নিজেরা স্বীকারুক্তিও করেছে। তেমনিভাবে লন্ডনের ITV উক্ত সংবাদটি প্রচার করেছে এবং বিশেষতঃ একথার উল্লেখ করেছে যে, উক্ত ঘটনাটি ৩১শে মে (অর্থাৎ শুক্রবার ১০ই রমজান) তারিখে ঘটেছে।

হুজুর বলেন, জামাত তো কামনা করছিল যে কিছু ঘটুক এবং তা ঘটেছেও, কিন্তু শত্রু তো চাচ্ছিল না যে কোন কিছু ঘটুক। সুতরাং তাদের দৃষ্টি তো শুধু ৩১শে মে তারিখের উপর পতিত হচ্ছিল এবং তারা যদি জানতো যে ৩১শে মে তারিখে ১০ই রমজানও আছে, তা'হলে কিয়ামতও যদি ঘটে যেতো তাবুও তারা আদৌ স্বীকার করতো না।

হুজুর বলেন, এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে যে যখনই কোন নিদর্শন তারা দেখে, তখন তারা উহার প্রতি বিদ্রূপ করে এবং কুরআন এও বলে যে, এই সকল নিদর্শন ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয় এবং প্রতিটি নিদর্শন পূর্বাপেক্ষা বড় হয়ে থাকে, কিন্তু তা সত্বেও তারা বিদ্রূপ করতে থাকে এবং খোদাতায়ালার আযাবের হকদারে পরিণত হতে থাকে। কুরআন করীম ইহাও বলে যে, এ সকল নিদর্শন তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয় বরং এউদ্দেশ্যে দেখানো হয় যে لعلهم يرجعون —তারা যেন প্রত্যাবর্তন করে এবং হেদায়েত পেয়ে যায় (সূরা আল-যুখরফ: ৪৮, ৪৯)। কিন্তু কুরআন করীম থেকে ইহাও জানা যায় যে বিনা ব্যতিক্রমে একটি মাত্র জাতিই এ (প্রকার ভীতিপ্রদ) নিদর্শনের দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করেছে এবং তারা ছিল হযরত ইউনুস (আঃ)-এর জাতি। অবশিষ্ট সকলই উপহাস ও বিদ্রূপের পথ অবলম্বন করেছে এবং (হেদায়েতের দিকে) প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করে নাই।

হুজুর বলেন, এ থেকে আমি মনে করি যে, পাকিস্তানে ১০ই রমজান শুক্রবারে সংঘটিত ঘটনা দ্বারা খোদাতায়ালার ভবিষ্যৎ নিদর্শনাবলী এবং তজল্লীসমূহের সূচনা ঘটে গেছে এবং নিদর্শনাবলীর এক ধারাবাহিক শৃঙ্খল জারী হয়েছে। সুতরাং দিবা-দর্শনে যে ১০-এর সংখ্যাটিকে সমুজ্জল এবং কম্পমান দেখানো হয়েছিল তদ্বারা খোদাতায়ালার তজল্লীও হতে পারে এবং সংখ্যাটির কম্পনের দ্বারা নিদর্শন বার বার প্রকাশিত হওয়ার দিকেও ইশারা ছিল। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানকে বিপদাবলীর সম্বন্ধে অবহিত করান হয়েছে যে, দক্ষিণ দিক থেকে যদিও জরুরী নয় যে, সমুদ্রের আযাবই আসবে তথাপি বাহ্যতঃ প্রতীয়মান হয় যে এই বিপদ সমুদ্রের দিক থেকে আসবে এবং (সেই সঙ্গে) উত্তর দিক থেকে আকাশের পথে বিপদাবলীর দিকেও ইঙ্গিত দান করা হয়েছে।

হুজুর বলেন, উক্ত পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আমি জামাতকে উপদেশ দিতে চাই যে, উক্ত ঘটনা ঘটায় কোন কোন আহমদীতো শোকর ও আত্মতৃপ্তিবোধ প্রকাশ করেছেন যে, নিদর্শনও প্রদর্শিত হলো এবং মানুষ আযাব থেকেও বেঁচে গেলো। কিন্তু কেহ কেহ এরূপ মনোভাবও প্রকাশ করেছেন যে, 'ভালই হতো যদি এসেই যেতো; যৎসামান্য ব্যবধানই তো রয়ে গেছিল।' অন্য কথায়, জাতি আযাবের কবলে নিপতিত হোক তার জন্য তারা যেন অপেক্ষমান ছিলেন।

হুজুর বলেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর রীতি ছিল যে যখন কোন ঘোরতম বিরুদ্ধবাদী শত্রুর ধ্বংসের সংবাদও আল্লাহতায়ালা দান করতেন, তখন তাঁর সাহাবীগণতো ঐ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণ হওয়ার জন্য সারা সারা রাত দোওয়া করতেন, কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) রাত ভর এ দোওয়াই করতেন যে, 'হে আল্লাহ! তাকে বাঁচিয়ে লও।'

এর পিছনে কারণ এই ছিল যে, তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন, যাঁর (সাঃ) সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা বলেন: لعلك باخع نفسك الا

يكونوا مؤمنين (—'তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে দেবে এজন্য যে তারা কেন ঈমান আনয়নকারী হচ্ছেনা ?)

সুতরাং আপনাদেরকেও ঐ সকল পথেই পরিচালিত করা হয়েছে এবং ঐ সকল পথেই আপনাদের চলতে হবে। দোওয়া করুন, যেন আল্লাহতায়ালা নিদর্শন দেখান কিন্তু সেইসঙ্গে (জনগণকে) হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য দান করেন। বস্তুতঃ উল্লিখিত ঘটনাবলী নিদর্শন ছিল, যা এমনভাবে পূর্ণ হয়েছে যে অপরেও ইহাকে চাক্ষসরূপে অনুভব করেছে এবং অকপটে স্বীকার করেছে। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য হোশিয়ারী বটে।

হুজুর বলেন, আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি, আপনারা দোওয়া করুন এবং জাতির অমঙ্গল কামনা করবেন না। আমরাও তো গোনাহগার এবং খোদাতায়ালার প্রতিটি আদেশ পালনেও সক্ষম। সেজন্য আমরা যখন নিজেদের অমঙ্গল কামনা করি না, তখন অন্যের জন্য কি করে অমঙ্গল কামনা করবো ? অতএব, নিদর্শন অবশ্যই কামনা করুন, কিন্তু খোদাতায়ালার রহমতের নিদর্শন কামনা করুন, যা (মানুষের) হেদায়েতের কারণ হয়। আমার তো এটাই আকাঙ্খা এবং আপনাদের নিকটও এ প্রত্যাশাই করি।

সানী খোৎবা প্রদানের সময় হুজুর গুজরানওয়ালার সাবেক আমীর চৌধুরী আবদুর রহমান (এডভোকেট) সাহেবের ছোট ভাই মোকাররম মোজাফফর আহমদ সাহেবের 'নামায জানাযা গায়েব' পড়াবার কথা ঘোষণা করেন, যিনি সিন্ধে নবীসার রোড জামাতের একজন একনিষ্ঠ খাদেমে-দ্বীন ছিলেন এবং হৃদপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'।

(সাপ্তাহিক 'আল-নসর'—লন্ডন ২১শে জুন '৮৫)

অনুবাদঃ মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সন্তান তওল্লদ

১২-৩-৮৫ ইংরাজী রোজ বুধবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের সময় কুমিল্লা নন্দনপুর নিবাসী মোঃ ফজলুল হক সাহেবের এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। মরহুম মওলানা এ. কে, মহিবুল্লাহ (সদর মুরুব্বী) সাহেবের নাতী এবং রাবওয়াস্থ বিশ্ব-কেন্দ্রীয় খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেবের ভাগিনা। আল্লাহতায়ালা যেন নবজাতককে দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য দান করেন এবং উৎকৃষ্ট খাদেমে-দ্বীন করেন তজ্জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে খাস ভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

কৃতি ছাত্রী

ফারহাত বেগম (তুহীন) পিতা মোহাম্মদ জুলফিকার আলী ও মাতা তাহেরা বেগমের তৃতীয়া কন্যা ১৯৮৪ সালে মোহাম্মদপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় গ্রেডে বৃত্তি লাভ করিয়াছে। সে যেন ভবিষ্যত জীবনে অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে ও দ্বীনের উৎকৃষ্ট খাদেম হইতে পারে সেইজন্য সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

ঐশীবাণী : প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাবলী

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মীর্জা গোলাম আহমদ (আঃ)

প্রশ্ন : ইহা কি বিশ্বাস করা উচিৎ হইবে যে খোদা আসমান হইতে মানুষের নিকট তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়া থাকেন? প্রাকৃতিক নিয়ম ঐশীবাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয় না এবং আমরাও কখনও আসমান হইতে কোন শব্দ নাজেল হইতে শুনিতে পাই না?

উ : বহু অখণ্ডনীয় ঘটনাবলীর দ্বারা ঐশীবাণীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে এবং অগণিত জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ ব্যক্তিগতভাবে ঐশীবাণী লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সত্য অনুসন্ধানকারী ঐশীবাণী লাভ করিয়া খোদাতা'লার আশীষমণ্ডিত হইয়াছেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি যদি এই ঐশীবাণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তবে কিছু যায় আসে না। কোনো নির্বোধ ব্যক্তির অসম্পূর্ণ যুক্তি ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া ঐশীবাণীর যথার্থতা বুঝিতে যদি অক্ষম হয়, তাহার অর্থ এই নয় যে এই ধরণের লোকের তুচ্ছ কথা অনুযায়ী ইহা প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত কোনো ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইবে। উদাহরণ স্বরূপ চুম্বকের কথা ধরা যাইতে পারে— যদি কোনো ব্যক্তি পূর্বে কোনদিন চুম্বক না দেখিয়া থাকে এবং চুম্বকের গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত না থাকে তাহা হইলে তাহার নিকট অন্যান্য পাথরের ন্যায় চুম্বকও একটি সাধারণ পাথর ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেহেতু সাধারণ পাথরের মধ্যে "আকর্ষণ-বিকর্ষণের" ন্যায় আশ্চর্য গুণাবলী দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইহেতু চুম্বকের মধ্যে উক্ত গুণাবলীর উপস্থিতি খুবই দোষনীয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ—এই ধরণের মূর্খ প্রলাপের ফলে কি চুম্বকের ঐ সন্দেহাতীত ধর্মকে অবস্তাব ও সন্দেহপূর্ণ বলিয়া ধরা হইবে? অবশ্যই নয়। যদি তাহার এই ধরণের মত পোষণের কোন অর্থ থাকে তাহা হইলে এই অর্থই থাকে যে সে একটি মূর্খ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাহার অস্তিত্ব ও বাস্তবতা সম্পর্কে সহস্রাধিক লোকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণ ও সাক্ষ্য রহিয়াছে তাহাকে অস্বিকার করিয়া সে নিজ অজ্ঞতারই প্রমাণ বহণ করে। ইহা কি প্রকারে সম্ভব যে প্রকৃতির নিয়মাবলীকে একযোগে প্রত্যেকেই এককভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে? সকল মানুষ শারিরীক ও মানসিক ক্ষমতায় সমান হইয়া সৃষ্ট হয় নাই! উদাহরণস্বরূপ, কিছু কিছু মানুষ আছে যাহাদের দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। আবার কিছু কিছু মানুষ আছে যাহারা দুর্বল দৃষ্টি-সম্পন্ন এবং এমনও মানুষ আছে যাহারা একেবারেই দেখিতে পায় না অর্থাৎ অন্ধ। এখন ক্ষীণদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টির প্রখরতাকে স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ঐ ব্যক্তি অনেক দূর হইতে অর্ধচন্দ্রের মত ক্ষীণ বস্তুকে পর্যন্ত

পৃথকভাবে লক্ষ্য করিতে পারে যাহা প্রথমোক্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়টি অস্বীকার করিলে নিজ দুর্বলতাকেই পরিহাস করা হয় এবং অন্যের কাছে নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়। আর বেচারা অন্ধদের তো এই ক্ষেত্রে বলার কিছুই নাই। অনুরূপভাবে যাহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোন বস্তুর অবস্থা বিচার করিবার শক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে ঘ্রাণের সাহায্যে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধের মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করিতে সক্ষম তথা তীক্ষ্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়সম্পন্ন লোকের কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নাই। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা খুব ভাল করিয়াই জানে যে ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে সত্য বলিতেছে এবং এতগুলি লোক মিথ্যা বলিতে পারে না। এই ধরণের বৈষম্য মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক শক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিছু কিছু লোক আছে যাহারা নিজ আত্মিক সত্বাকে এমন এক আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়াছে যে তাহারা আধ্যাত্মিক দিক দিয়া বহু নিম্নে রহিয়া গিয়াছে। অপরদিকে স্মরণাতীত কাল হইতে কিছু কিছু লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা নিজ আত্মার এত বিশুদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন, যাহার ফলে তাঁহারা খোদার বাণী লাভ করিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছেন। কাজেই এখন যদি পূর্বদলভুক্তরা এইরূপ মহান ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে তাহা হইলে ইহা কি সেই অন্ধ বা দুর্বল দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণমূলক কোন বস্তুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মত শুনায় না? অথবা সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়হীন ব্যক্তির ঘ্রাণ নামক কোন অনুভূতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মত নয় কি? পার্থিব কোন বস্তুর অস্তিত্বে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের ভুল ধারণা ভাঙ্গাইবার জন্য যেমন উপযুক্ত যুক্তি আছে, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ের সত্যতা যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদের অবিশ্বাস দূর করার জন্যও নানা পথ ও উপায় আছে। যেমন, যে ব্যক্তি জন্ম হইতেই ঘ্রাণ-শক্তি-হীন সে যদি এই ঘ্রাণ-অনুভূতির কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না বলিয়া জেদ ধরে এবং যাহাদের মধ্যে এই অনুভূতি বিদ্যমান তাহাদের মিথ্যাবাদী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করে তাহারা নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবে। যাহারা ঘ্রাণ-অনুভূতি-সম্পন্ন তাহাদের অজান্তে এই ঘ্রাণ-শক্তি-হীনেরা যদি এক টুকরা কাপড়ের মধ্যে কিছু সুগন্ধি মাখাইয়া বার বার তাহাদের পরীক্ষা করে, তবে অচিরেই তাহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবে এবং বিশ্বাস করিবে যে "ঘ্রাণ" বলিয়া কোন অনুভূতি আছে এবং কিছু কিছু লোক আছে যাহারা ঘ্রাণহীন ও ঘ্রাণযুক্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে।

অনুরূপভাবে, একজন সত্যের অনুসন্ধানকারী বার বার পরীক্ষার মাধ্যমেই ঐশীবাণীর অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে। কেবল যুক্তি ও কারণ দর্শাইয়া ইহা প্রমাণ করা যায় না। কারণ ঐশীবাণী সকলের অগোচরে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার উপর নাজেল হয়। আল্লাহর কিতাবের মধ্যে এমন সব আশ্চর্য বিষয়ের উল্লেখ থাকে যাহা অন্য কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং একজন প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানকারী সহজেই বুঝিতে পারে যে ঐশীবাণী

একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তব বিষয়। বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী যদি কেউ এইরূপ সত্য পথ অনুসরণ করে তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি অনুসারে সেও খোদার প্রিয় ব্যক্তিদিগের ন্যায় ঐশীবাণী লাভ করিবে। তখন আপন অভিজ্ঞতার আলোকেই সে যুগে যুগে আল্লাহর পয়গাম্বরদিগের নিকট প্রেরিত ঐশীবাণীর সত্যতা স্বীকার করিবে। যদি কেহ ইসলামের সত্যতা সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়া সততা ও নিষ্ঠার সহিত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, তাহার জন্য আমি (মসীহ মওউদ আঃ) ঐশীবাণীর সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব। কারণ অতি সম্প্রতি খোদাতায়ালার নিকট হইতে এক বাণীর সাহায্যে এবং যাহা প্রায়শই আমার নিকট আসিয়া থাকে, তাহার দ্বারা এই ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য পাইবার আশ্বাস আমি পাইয়াছি। আল্লাহ আমাকে বলিয়াছেন, আমার কথায় যদি কাহারো কোন প্রকার সন্দেহ থাকে তবে তিনি যেন আন্তরিকতার সহিত আমার দিকে মনোনিবেশ করেন। আল্লাহতায়ালা আমাকে অবশ্যই সাহায্য করিবেন এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালাই আমার সাহায্যকারী। (ক্রমশঃ) (বারাহীন-ই-আহমদীয়া)

অনুবাদ : **মিসেস নারগীস গাফ্‌ফার**

শুভ বিবাহ

১। বিগত ৫ই জুলাই ৮৫ইং তারিখে আহমদনগর জামাতের ৭ম বার্ষিক সালানা জলসার ১ম দিবস রোজ শুক্রবার ঠাকুরগাঁও নিবাসী ডাঃ মোঃ ইসমাইল হোসেন সাহেবের ১ম পুত্র জনাব মোঃ সেলিম আক্তারের শুভবিবাহ আহমদনগর নিবাসী মোঃ আব্দুর রশীদ সাহেবের ৫মা কন্যা বেগম সুলতানা রাজিয়ার সহিত ৫০০১ (পাঁচ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ।

২। বিগত ৫ই জুলাই রোজ শুক্রবারে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নবনিযুক্ত ওয়াক্‌ফে জদীদের মোয়াল্লেম মৌঃ মাহমুদ আহমদ শরীফ পাটওয়ারী (পিতা মৌঃ আহসান উল্লাহ সাহেব, মুয়াল্লেম)-এর শুভ বিবাহ ঠাকুরগাঁও নিবাসী ডাঃ মোঃ ইসমাইল হোসেন সাহেবের ১মা কন্যা বেগম সেলিনা আক্তারের সহিত ৫০০১ (পাঁচ হাজার এক টাকা) মোহরানা ধার্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ।

উভয় বিবাহ পড়ান ও দোওয়া করান বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। উক্ত বিবাহ দুইটির সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। —শাহ মোঃ আবদুল গনি

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া কর্তৃক প্রেরিত সার্কুলার নং ১১১/১৭৩২ (১০০) তাং ২৬-৫-৮৫ অনুযায়ী সকল জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবগণকে এই মর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরের জন্য ৩০শে জুনের মধ্যে প্রত্যেক জামাত হইতে বিশেষ তবলীগি কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ওয়াকফে আরজীতে অংশ গ্রহনেচ্ছুকদের তালিকা ঢাকায় আহ্বান করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই বিষয়ে কোন সাড়া না পাওয়ায় তবলীগি কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে।

এতদ্বারা পুনরায় অনুরোধ করা যাইতেছে যে, আগামী ৩১শে জুলাই ৮৫ইং এর মধ্যে উক্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়া অত্র দপ্তরে পাঠাইয়া দিবেন। খাকসার—**মাযহারুল হক**

সেক্রেটারী, ইসলাহ-ইরশাদ ও তালীমুল কুরআন, (বাঃ আঃ আঃ)।

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী তথা খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে মানব সভ্যতা একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দিক দিয়ে এই সময় হতে অপূর্ব উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়ে চলেছে। এর ফলশ্রুতিতে মানব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা ধরণের পরিবর্তন এসেছে। বিশেষতঃ রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক ক্ষেত্রে এই সকল পরিবর্তন সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। পক্ষান্তরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই সময়ে মানুষ চরম অধঃপতনের শিকার হয়েছে। এই সকল অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহতা'লা তাঁর পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও বিশ্বশান্তির জন্য সঠিকভাবে পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমান যুগের জন্য ঐশী-নির্দেশিত এবং ঐশী-প্রতিশ্রুত সেই ব্যবস্থা ব্যতিত সত্যিকার অর্থে বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা এবং মানবকল্যাণের নিশ্চয়তা প্রদান করা সম্ভব নয়। সেই ঐশী-প্রতিশ্রুত ব্যবস্থার রূপরেখা কি এবং কিভাবে তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তত্ব ও তথ্যাবলী পর্যালোচনা করাই এই লেখার উদ্দেশ্য। আশা করি সুশিক্ষিত সুধী মহল বিষয়টির প্রতি বিশেষ আগ্রহ সহকারে দৃষ্টি দিবেন। কেননা বর্তমান যুগ হলো একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত যুগ। এই যুগের চাহিদা অনুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব নিরূপন করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক জীবনে সত্যিকার অর্থে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার্থে আমরা সবাই যেন অবদান রাখতে পারি সেই কামনা করি।

আমাদের এই আলোচনার দুটি মুখ্য বিষয় হলো—(ক) বর্তমান যুগের জন্য ঐশী-প্রতিশ্রুতির বর্ণনা এবং (ক) সেই সকল ঐশী-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক আন্দোলনের রূপরেখা। প্রথমে আমরা ঐশী-প্রতিশ্রুতি নিয়ে এবং পরে দ্বিতীয় বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

এ যুগের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ পেক্ষাপট

বর্তমান যুগের সমস্যাবলীর প্রেক্ষাপটে দ্বার্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি যে, শুধু মানবীয় বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত কোন আন্দোলন বা সংগঠন দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও আন্তর্জাতিক জীবনে কাংখিত শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভবপর নয়। অতীতেও যেভাবে ঐশী-নির্দেশিত এবং ঐশী পরিচালিত পথে সমস্যার সমাধান হয়েছে, আজও তেমনিভাবে নিশ্চয়ই কোন না কোন ঐশী-প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা অবশ্যই রয়েছে। ধর্মীয় এবং বস্তুবাদী মতবাদ সমূহ এবং সেগুলির অনুসারীদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, ধর্মীয় দৃষ্টিতে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৪০০ কোটি লোকের মধ্যে ১০০ কোটি লোক মুসলমান বলে পরিচিত। অবশিষ্ট ৩০০ কোটি লোক খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্ম, নাস্তিকতা ও ধর্মহীন বিভিন্ন মতবাদের অনুসারী বলে পরিচিত। সত্যিকার অর্থে সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের প্রবর্তক কখনই এই শিক্ষা দেন নাই যে, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ব-জনীন ধর্ম। নিজ নিজ যুগ ও জাতির জন্য প্রত্যেক ধর্ম-প্রবর্তকই ছিলেন সত্য ও ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা ও প্রচারকারী। কিন্তু নির্ধারিত যুগের পর তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা নানা প্রকার স্বার্থ-মিশ্রিত হস্তক্ষেপ, প্রক্ষেপন ও বিকৃতির শিকার হয়েছে। পরিশেষে মানুষের জন্য পূর্ণাংগ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহতালা প্রেরণ করেছেন পবিত্র কুরআন যা বিশেষ ঐশী ব্যবস্থা অনুযায়ী অপরিবর্তিত এবং অবিকৃত রয়ে গিয়েছে এবং থাকবেও। অতীতের সকল নবী-রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই বিশ্ব-ধর্ম ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও বিশ্বজনীনতার একটি বাস্তব ও নীতিগত প্রতিফলন ঘটেছে ইসলামের আবির্ভাব

যুগে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বব্যাপী ইসলামের সম্প্রসারণ ও প্রচারের কাজ এখনও পূর্ণ হয় নাই। বিশেষতঃ ধর্মীয়ভাবে বর্তমানে প্রচলিত খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদী বিশ্বব্যাপী প্রচার তৎপরতাকে প্রতিহত করা অত্যাবশ্যক। সুতরাং ধর্মীয় দৃষ্টিতে ইসলামের বিশ্বধর্ম হওয়ার দাবী তখনই প্রমাণিত হবে যখন বিশ্বের আরো ৩০০ কোটি লোক ইসলাম গ্রহণ ও নিজ নিজ জীবনে পালন করবে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এ যুগের বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলির মাধ্যমে সর্বপ্রকার বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধারও সৃষ্টি হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য বর্তমান যুগে কোন ঐশী-প্রতিশ্রুত ব্যবস্থার কথা অতীতের ধর্মগ্রন্থাবলীতে এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে কি না তা অবশ্যই অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

ধর্মীয় দৃষ্টিতে বিচার বিশ্লেষণের আরো একটি দিক রয়েছে। মুসলমান বলে পরিচিত প্রায় ১০০ কোটি লোকের নৈতিক ও সাংগঠনিক অবস্থা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে পৃথিবীতে প্রায় অর্ধশতাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সত্যিকার অর্থে ঐক্য ও সংহতির অভাব রয়েছে। নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য তো রয়েছেই এবং সেই সংগে কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তঃসাম্প্রদায়িক ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় কলহ-কোন্দল ও যুদ্ধ-বিবাদ বছরের পর বছর ধরে আত্ম-হননের পথে চলছে অনির্বান গতিতে। নীতি ও আদর্শগতভাবে মুসলিম সমাজ ৭৩ ফেরকা বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত যাদের মধ্যে রয়েছে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বেলী, আহলে কুরআন, আহলে হাদীস, ইসনে আসরী, দাউদী, ইসমাইলী, বোহরা, মেমন, জায়েদী, সাত্তারী, সিনুসী, সাম্মানী, সাজিলী, দুরুজী, খারেজী, বেরেলভী, দেওবন্দী, ইত্যাদি। বিভিন্ন রাষ্ট্রে চলছে অনৈসলামিক শাসন-ব্যবস্থা রূপে স্বৈরাতন্ত্র, একনায়কত্ব, রাজতন্ত্র ইত্যাদি। মুসলমান সমাজ ও জন-জীবনে সত্যিকার ইসলামী অনুশাসনের প্রতি অবহেলা চরমভাবে অনুভূত হচ্ছে। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান ব্যতীত অধিকাংশ মানুষ বাস্তব জীবনে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ হতে অনেক পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। দিকে দিকে দুর্নীতি ও দুঃসাশন, পাপ ও পঙ্কিলতা, অসত্য ও মিথ্যা, নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতা, লোভ ও লালসা সমাজ-জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলতঃ একদেকে ইসলামী একতা ও সংহতির অভাব, অন্যদিকে সমাজের অভ্যন্তরে গুণগত মানের মারাত্মক অবক্ষয়ের চিত্র সর্বত্রই বিরাজমান। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বর্তমান যুগের জন্য কোন ঐশী—প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা আছে কি না তা অবশ্যই ভেবে দেখা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্মহীন অথবা ধর্মের প্রতি উদাসীন এবং বস্তুবাদী মতবাদের আলোকে বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলেও একথা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও ক্ষমতা-প্রসূত মতবাদ এবং সংগঠন বার বার ব্যর্থ হয়েছে ব্যক্তি, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক জীবনে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করতে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং মানব-জাতির ভাগ্যাকাশে দোদুল্যমান তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এ কথার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে। একথার সাক্ষ্য বহণ করছে পৃথিবী ব্যাপী অস্থিরতা, অশান্তি এবং নিরাপত্তাহীনতার সর্বগ্রাসী স্রোতধারা। পুঁজিবাদী এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রজোটের মধ্যস্থিত দ্বন্দ্ব, প্রভাব-বলয় সৃষ্টির মারাত্মক প্রতিযোগিতা এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকরী পায়তারা মানব সভ্যতাকে কোন নিরাপত্তা দিতে পেরেছে কি? একদিকে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের যুদ্ধক্ষেত্র আজ নক্ষত্র-যুদ্ধের পরিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলেছে। অন্যদিকে পার্থিব দৃষ্টিতে মানব-জাতির আশা-আকংখার একমাত্র প্রতিষ্ঠান তথা জাতিসংঘ বাস্তবতার নিরিখে বার বার অসার এবং অক্ষম বলে বিবেচিত হয়েছে। জাতিসংঘের বিগত ৪০ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই সময়ে ছোট বড়ো প্রায় দুইশতটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এবং জাতিসংঘ এই সব যুদ্ধ ঠেকাইতে ব্যর্থ হয়েছে। এই চরম নিরাপত্তাহীনতা ও ব্যর্থতা থেকে সত্যিকার অর্থে পরিত্রাণের জন্য এ যুগে ঐশী-প্রতিশ্রুত কোন উপায় আছে কি? যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধজনিত সমস্যাবলী ছাড়াও আজ পৃথিবীতে যেমন রয়েছে মহাপ্রাচুর্য-জনিত সমস্যা, অন্যদিকে রয়েছে নিদারুণ অভাব ও দারিদ্রের সমস্যা। উন্নত ও অনুন্নত সকল দেশেই রয়েছে চরিত্রহীনতার নির্লজ্জ

(অবশিষ্টাংশ ৩২-এর পাতায় দেখুন)

সংবাদ

মাসিক তবলীগি সভা

আল্লাহতায়ালার ফজলে গত ১১ই জুলাই রোজ বৃহস্পতিবার দারুত তবলীগ হল রুমে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'কলেমার মাহাত্ম ও গুরুত্ব' বিষয়ের উপর মাসিক তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ বাঃ আঃ আঃ।

কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তৈয়বুর রহমান সাহেব, এবং দোওয়া করান জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সদর মুরুব্বী। অতঃপর নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব। কলেমার মাহাত্ম ও গুরুত্ব বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জনাব নাজমুলক এবং এবং 'ইসলামী কলেমার হেফাযত'-এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ সাহেব, ন্যাশন্যাল কায়েদ বা, ম, খো, আ। অতঃপর সভাপতি সাহেব, উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, মাগরেব নামাযের পর নযম পাঠ করেন জনাব মেহেরুল ইসলাম, অতঃপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তবলিগী ও শিক্ষামূলক প্রশ্নাদির উত্তর দেন জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সাহেব জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব মৌঃ আবদুল আযিয সাদেক সাহেব, এবং সভাপতি সাহেব। সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করান হয়। দোওয়ার মাধ্যমে সভার কার্য শেষ হয়। সভায় আহমদীগণ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গয়র আহমদী ভ্রাতা ও একজ হিন্দু ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন।

সকল স্থানীয় মজলিসের কায়েদ সাহেবানদের জানানো যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন স্ব স্ব মজলিসে মাসিক তবলীগি সভার আয়োজন করে তার রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠান।

—নঈম তফভীয, সেক্রেটারী, তবলীগি সভা-সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বাঃ মঃ খোঃ আঃ।

(প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখার অবশিষ্টাংশ)

প্রবাহ, নারী ও পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও অগণিত অবৈধ সন্তানের জন্ম-জনিত সমস্যাবলী, মদ ও নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার, সিনেমা-ভিসিআর ইত্যাদির নির্লজ্জ ব্যবহার, অশ্লীল পত্র-পত্রিকার ছড়াছড়ি, যুব-শক্তির নিদারুন অপচয়, নারী নির্যাতন, চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবী, হাই-জ্যাকিং ইত্যাদি অতীতের সকল সীমাকে অতিক্রম করেছে। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনে অশান্তির পর অশান্তির সুড়ঙ্গ পথ সৃষ্টি করে চলেছে এই সকল সমস্যা। বর্তমানের এই ভয়াবহ বিশ্ব-পরিস্থিতি হতে মানব জাতির উদ্ধারের জন্য প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা আছে কিনা সেটাও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাই এই লেখার মাধ্যমে ঐশী-প্রতিশ্রুত পথের খোঁজ করে সেই পথের কার্যকারিতাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশ্বের সচেতন বিবেকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি (ক্রমশঃ)

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহমদনগর জামাত আহমদীয়ার ৭ম সালানা জলসা উদযাপিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ৫ ও ৬ই জুলাই '৮৫ইং তারিখে সদ্য নির্মিত সুরমা মসজিদ ও সংলগ্ন বিরাট কমপ্লেক্সে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আহমদনগর সহ উত্তর বঙ্গের প্রায় সকল জামাতের থেকে বিপুল সংখ্যক আহমদী ব্যতীত প্রায় ষাটজন অ-আহমদী ভ্রাতা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত জলসায় যোগদান করেন। ঢাকা থেকে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েবে আমীর-১, জেনারেল সেক্রেটারী, সেক্রেটারী মাল, বাঃ মঃ আনঃ এর এডিশনাল মোন্তাযিমে উমুমী, বাঃ মঃ খোঃ আঃ-এর ন্যাশনাল কায়েদ, সেক্রেটারী উমুরে তোলাবা, দুইজন সদর মুরুব্বী, বাঃ লাজনা ইমাউল্লাহর জেঃ সেক্রেটারী ও সহকারী সেক্রেটারী মাল এবং একজন প্রবীণ সদস্যা। খুলনা থেকে জনাব আফাজ শাহীন সাহেব ও তদীয় শ্যালক ও রাজশাহী থেকে জনাব বি, এম, এ, সাত্তার সাহেব এবং আরও অনেকে যোগদান করেন। মসজিদ থেকে ভিন্ন বিল্ডিং-এ লাউড স্পীকারের সংযোগ ব্যবস্থায় মহিলারা জলসার কার্যক্রম শ্রবণ করেন।

লাউড স্পীকারের উত্তম ব্যবস্থায় জলসার প্রথম অধিবেশন জুময়ার নামায আদায়ের পর (জুম্‌য়ার খোৎবা ও নামায আদায় করেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব)—মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। পবিত্র কুরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে মোহতারম আমীর সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়া করান এবং তাঁর ঈমান উদ্দীপক সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণের পর (১) বিশ্বজনীন ইসলাম এবং নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), (২) মোহাম্মদী নবুওতের চিরস্থায়ী কল্যাণ; (৩) মানবাধিকার ও ইসলাম (৪) হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার প্রমাণ, (৫) নামাজ ও দোওয়া —এ বিষয়গুলির উপর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে (১) জনাব আবুল হাশেম, হেডমাষ্টার, আহমদনগর জুনিয়ার আহমদীয়া স্কুল (২) মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী (৩) জনাব বি, এ, এম, এ সত্তার (৪) মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক (৫) জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ৬ই জুলাই সকাল বেলায় নায়েবে আমীর-১, বাঃ আঃ আঃ জনাব ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নজম পাঠের পর (১) আহমদী যুবকদের কর্তব্য (২) এতায়াতে নেযাম (৩) দাওয়াত ইলাল্লাহ (৪) মালী কুরবানীর গুরুত্ব—এ সব বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে (১) জনাব আবুল হাশেম (২) জনাব আবদুল জলিল, এডিশনাল মোন্তাযিম উমুমী, বাঃ মঃ আনঃ (৩) জনাব মোঃ হবিবুল্লাহ (৪) জনাব এ, কে, রেজাউল করীম, সেক্রেটারী মাল, বাঃ আঃ আঃ এবং সভাপতি সাহেব ভাষণ দান করেন ইসলামী তালিম ও তরবিয়ত বিষয়ে।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন বিকাল ৩টার সময় মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন ও নজম পাঠের পর (১) হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওফাত (২) কলেমার তাৎপর্য ও হেফাজত (৩) আহমদীয়া জামাতে সত্যতার ঘটনাবলী—এ সকল বিষয়ের উপর যথাক্রমে বক্তৃতা করেন (১) মৌঃ আঃ আজিজ সাদেক (২) মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ ও (৩) জনাব শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট আহমদনগর আঃ আঃ। অতঃপর শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি জনাব আবুল হাশেম সাহেব। তারপর মোহতারম এক সারগর্ভ সমাপ্তি ভাষণ ও এজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে এ মহতী জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি সকলকে জামাতের বর্তমান অগ্নিপরীক্ষার সময়ে আত্মসচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানান। সকলকে বাজামাত ও তাহাজ্জুদ নামায ও বাকায়েদা চাঁদা আদায় এবং দাওয়াত ইলল্লাহ-এর কাজে সবিশেষ আত্মনিয়োগের জন্য তাকিদ করেন।

উল্লেখ্য যে উক্ত জলসা চলাকালীন সময় তিনজন পুরুষ ও দুই জন মহিলা বয়েত করে সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হন।

উল্লেখ্য যে. অত্র অঞ্চলে, উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব স্বপ্রণোদিত ভাবে উক্ত জলসার প্রথম অধিবেশণ চলাকালে যোগদান করেন এবং সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন

(আহমদী রিপোর্ট)

ভাতগাঁয়ে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অত্যন্ত কামিয়াবীর সাথে গত ৮ই জুলাই ১৯৮৫ মঙ্গলবার ভাতগাঁ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জলসায় বিপুল সংখ্যক স্থানীয় এবং নিকটস্থ জামাতের আহমদী সদস্যবৃন্দ সহ বেশ কিছু গয়ের আহমদী ভ্রাতাও উপস্থিত থেকে বিশেষ ফায়দা হাসিল করেন। সকাল থেকে বৃষ্টি থাকা সত্বেও জলসার প্রস্তুতি চলছিল। আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে জলসা চলাকালীন সময়ে আকাশ পরিস্কার ছিল এবং বৃষ্টি ছিল না। সুন্দর মেহমাননেওয়াজী এবং আন্তরিকতা পূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে স্থানীয় জামাতের সদস্যগণ তাঁদের জলসাকে আরো সুন্দর ও মনোরম করে তুলেন। জলসার দিন সকাল থেকে বাজার সমূহে এবং বিস্তৃত এলাকায় মাইকিং-এর মাধ্যমে এলাকাবাসীকে জলসার নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। জলসার দিন দ্বিপ্রহরে ঢাকা থেকে আগত মেহমানগণ আহমদনগর জলসা শেষে ভাতগাঁ পৌঁছেন অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলা ৩টায় স্থানীয় মসজিদ ও সংলগ্ন বহিরাঙ্গনে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রথমেই কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মৌলভী ইসরাইল দেওয়ান সাহেব। অতঃপর দোওয়া করান মোহতারম মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। শরীফ আহমদ সাহেবের নযম পাঠের পরপরই জলসার বক্তৃতা শুরু হয়।

'দাওয়াত ইলাল্লাহ' বিষয়ে বলতে গিয়ে জনাব মুহাম্মদ আবদুল জলীল সাহেব বলেন যে, যুগ খলিফার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রত্যেক আহমদীকেই তবলীগে নেমে পড়তে হবে এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের স্বরূপ প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরতে হবে। অতঃপর

জনাব মুহাম্মদ আবদুল মতিন সাহেব ইসলামে মা'লী কোরবানীর বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুরা বাকারার প্রথম ক'টি আয়াত পেশপূর্বক ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন, বর্তমান জগতে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতের অনুসারে নিয়মিতভাবে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে। প্রত্যেক আহমদীই খেলাফতের আশিসময় ব্যবস্থাধীনে তার আয়ের কমপক্ষে ১৬ শতাংশ আল্লাহর রাস্তায় চাঁদা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে চলছে। প্রত্যেক আহমদীকেই এ নেয়ামতের কদর করা উচিৎ এবং সঠিক হারে চাঁদা দিয়ে ইসলামের বিজয়কে তরান্বিত করতে এগিয়ে আসা উচিৎ।' অতঃপর মোহতারম মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব সদর মুরুব্বী বাঃ আঃ আঃ "নেযামে খেলাফতের আশীষ" বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইসলামের প্রথম যুগের ছবি তুলে ধরেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের বিভিন্ন ঘটনা সবিস্তারে আলোকপাত করে বলেন যে খেলাফতের গুরুত্ব অসীম। তিনি কোরআনী আয়াত ও হাদীস সমূহ পেশ করে উল্লেখ করেন যে, আল্লাহতায়ালা মোমেনদের নিকট ওয়াদা করেছেন, যারা প্রকৃত ঈমানদার ও সৎ কর্মশীল হবে তাদের মধ্যে পুনরায় খেলাফত কায়েম করা হবে, যেমন ভাবে কায়েম করা হয়েছিল ইসলামের প্রথম যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে এবং উক্ত খেলাফত চিরস্থায়ী হবে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত উক্ত ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা বর্তমান যুগে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে পুনরায় খেলাফত কায়েম করেছেন এবং আহমদীয়া জামাত সে খেলাফত থেকে বরকত হাসিল করছে। অতঃপর তিনি বলেন, প্রত্যেক আহমদীকে এই খেলাফতের সঠিক এতায়াতের মাধ্যমে অধিকতর আশীষ লাভ করা উচিৎ।

তারপরপরই বাংলা নযম পাঠ করে শুনান জনাব শরীফ আহমদ।

প্রথম অধিবেশনের শেষ বক্তব্য রাখেন মোহতারম মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী, বাঃ আঃ আঃ। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল "হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের বিশ্ব বিজয়"—এ পর্যায়ে তিনি পবিত্র কোরআন, হাদীস এবং বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট বুজুর্গানের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে বিষয়টির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি কোরআন হাদীস এবং ঐতিহাসিক পর্যালোচনা থেকে প্রমান করেন যে যথাসময়েই হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হয়েছেন এবং হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-ই আখেরী যুগের ইমাম মাহদী ও মসিহ মওউদ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের মাধ্যমেই জগতে ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করছে এবং ইউরোপ, আমেরিক সহ বিশ্বের ১০৩টি দেশে লক্ষ লক্ষ অমুসলিম ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তফসীর ও শক্তিশালী ইসলামী লিটারেচার ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিপুল সংখ্যক মসজিদ, স্কুল, কলেজ ও জামাত কায়েম হয়ে চলেছে। কাজেই আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, কারণ ইহা ঐ জামাত যার ভিত্তি খোদাতায়ালা পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ওয়াদা মোতাবেক নিজ হস্তে স্থাপন করেছেন।

বা-জামাত মাগরেব এবং এশার নামাযের পরপরই উর্দু নযমের মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনের একমাত্র বক্তা জনাব মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ সাহেব "এতায়াতে নেযাম"-এর উপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, নেযামের এতায়াতের মাধ্যেই সমস্ত বরকত নিহিত। তিনি এ ছাড়াও লাজনার ভগ্নিগণের মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং আনুসঙ্গিক বিষয়াদীর উপর এক সুদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অত্যন্ত ঈমান বর্ধক এ বক্তৃতায় জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব বলেন, তবেই আমাদের বিজয় আসবে, যদি আমাদের উপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্বাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনে কোন প্রকার অবহেলা প্রদর্শিত না হয়। ইসলামের কর্ণধার হিসেবে জামাতে আহমদীয়ার উপর এ বিশাল দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে। তিনি উপস্থিত সকলের নিকট আকুল আবেদন পেশ করেন, আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতা এবং অসার ধানতার কারণে এই জামানায় ইসলামের প্রতিশ্রুত মহান আশিস ও গৌরব থেকে বঞ্চিত না হই। অতঃপর স্থানীয় জামাতের একজন কর্মী জনাব মাষ্টার নুরুদ্দিন সাহেব শোকরিয়া আদায়ে বক্তব্য রাখেন, জলসার কার্যক্রম ঘোষণায় নিয়োজিত ছিলেন জনাব সোহরাওর্দি সাহেব। পরিশেষে দোওয়ার মাধ্যমে রাত ৯টায় স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও সভার সভাপতি জনাব মুসলিমউদ্দিন সাহেব জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সংবাদ সংকলন: **মুহাম্মদ আবদুল মতিন**
নায়েমে উমুরে তোলাবা, বা: মঃ খোঃ, ঢাকা

মাসিক 'পৃথিবী'র বিরুদ্ধে প্রেস কাউন্সিলে মামলার শুনানী

মাসিক 'পৃথিবী'-এর বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম নিবাসী একজন আহমদী এডভোকেট জনাব জহুরুল হক্ আনসারী সাহেব বাংলাদেশের প্রেস কাউন্সিলে ব্যক্তিগতভাবে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন। বিগত ১৪ ও ১৫ই জুলাই '৮৫ ইং তারিখে উহার পূর্ণ শুনানী হইয়া গিয়াছে।

জনাব আনসারী সাহেব আহমদীয়া জামাত ও উহার পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত কাল্পনিক, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা সকল অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন এবং পত্রিকাটির বিরুদ্ধে আইনগত সাংবাদিক নীতিমালা লঙ্ঘণের অভিযোগ সমূহ বিশদভাবে পেশ করেন। মামলাটি এখন সম্মানিত প্রেস কাউন্সিলে রায় প্রদানের জন্য মুলতবি আছে।

সন্তান তওল্লদ

বিগত ৮ই জুলাই ১৯৮৫ ইং রোজ সোমবার সকাল ৯-৪০ মিনিটে কটিয়াদী আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জনাব হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেবের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। পরম করুনাময় আল্লাহতায়ালা যেন নবজাত সন্তানকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু সহ দ্বীনের খাদেমা করেন তজ্জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

শোক সংবাদ

ভাতগাঁও নিবসী প্রবীন আহমদী জনাব নামির উদ্দিন সাহেব প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে বিগত ৪ঠা জুলাই '৮৫ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন।

মরহুম স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ৪ কন্যা রেখে যান। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত ও দারাজাতের বুলন্দির জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করবেন। আল্লাহতায়ালা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন এবং তাদের হাফেজ ও নাসের হন।

শুভ বিবাহ

(১) দিনাজপুর কাহারোল উপজিলা ডোহাণ্ডা নিবাসী পিতা মোঃ হাকিম উদ্দীন আহমদ সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মোঃ মাহাতাব উদ্দীন সাহেবের সহিত ভাতগাও নিবাসী মোঃ মুসলেম উদ্দিন আহমদ সাহেবের ৪র্থ কন্যা মোছাঃ সারেফা বেগমে এর শুভ বিবাহ ১০৭৫০ দেনমোহর নগদ ২৩০০/ ২৭/৬/৮৫ইং তারিখে মেয়ের বাসভবনে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ ইছরাইল দেওয়ান মোয়াল্লেম ওয়াকফে জদিদ।

(২) নিলফামারী জিলার কানিয়াল খাতা নিবাসী জনাব মোঃ মতলেবুর রহমান সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মোঃ মসিউল ইসলাম প্রধান সাহেবের সঙ্গে কাহারোল উপজেলা ডোহাণ্ডা নিবাসী চৌধুরী হাকিম উদ্দিন আহমদ সাহেবের ৫ম মেয়ে মোছাঃ হাজেরা বেগম সাহেবার শুভ বিবাহ ২৮/৬/৮৫ইং দেন মোহর ১০,৫২৫/- নগদ ৪০০০/- হাজার টাকা সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ ইছরাইল দেওয়ান মোয়াল্লেম ওয়াকফে জদীদ উভয় বিবাহ ডোহাণ্ডা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar